ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-73 ■ 13 December, 2025 ■ আগরতলা ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কল্যাণপুরে গণহত্যার ২৯তম বর্ষপূর্তিতে

সিপিএম সন্ত্রাসী, ধর্ষক, খুনি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ ঘোষণা করেছেন যে রাজ্য সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার লক্ষ্যে কল্যাণপুর বাজার কলোনি গণহত্যা মামলা পুনরায় খোলার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করবে।

আজ কল্যাণপুর গণহত্যার ২৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। কল্যাণপুরের সোনারতরি মুক্ত মঞ্চের সামনে এই কার্য্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

কল্যাণপুর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, যারা শহীদ হয়েছেন আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের কাছে দোয়া চাইছি যেন আমাকে ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই করার শক্তি দেয়। ২৯ বছর আগে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখনকার প্রবীণরা সেদিনের নৃশংস ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। সে সময় শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সহ প্রায় ২৬ জন নিরীহ মানুষকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। এরজন্য কারা দায়ী তা সবাই জানে। আমি চিন্তা করতে চাই যে কমিউনিস্টদের কি নাম দেওয়া উচিত। কমিউনিস্ট মানে খুনি, ধর্ষক, সন্ত্রাসী, মানুষকে দমনকারী এগুলো সবই কমিউনিস্টদের প্রতিশব্দ। আমার খুব অবাক লাগে যে বিধানসভায় সিপিএমের ১০ জন বিধায়ক রয়েছেন। তারা যেভাবে নির্বাচিত হলেন, তাতে আমি হতবাক। তারা কখনই জনগণের কথা বলে না; তারা শুধু তাদের ক্যাডারদের কথা বলে।

সিপিএম এবং গণমুক্তি পরিষদের ক্যাডাররা স্থানীয় দলগুলিতে যোগ দিয়েছে এবং অশান্তি তৈরি করছে, যেখানে মেলারমাঠের লালবাড়িতে কন্টোল রুম রয়েছে। একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা তালিকা তৈরি করছেন এবং ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

২৭ সালের আদমশুমারির পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লী, ১২ ডিসেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরাহিত্যে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ২০২৭ সালের ভারতের আদমশুমারি পরিচালনার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এর জন্যে ১১,৭১৮.২৪ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে।

ভারতীয় আদমশুমারি বিশ্বের বৃহত্তম প্রশাসনিক ও পরিসংখ্যানগত একটি অনুশীলন। দুটি পর্যায়ে এই আদমশুমারি পরিচালিত হবে। এগুলো হল, (১) গৃহ তালিকাভুক্তি এবং গৃহ গণনা - যা হবে ২০২৬ এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে, এবং (২) জনসংখ্যাগত গণনা (পিই) যা হবে ২০২৭ এর ফেব্রুয়ারিতে। তবে লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড রাজ্যের তুষারাবৃত অ-সমান্তরাল অঞ্চলে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে জনসংখ্যাগত গণনা করা হবে।

প্রায় ৩০ লক্ষ মাঠ পর্যায়ের কর্মী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই বিশাল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য মোবাইল অ্যাপ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় পোর্টালের ব্যবহার উন্নত মানের তথ্য নিশ্চিত করবে। তথ্য বিতরণ অনেক উন্নত এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব উপায়ে হবে যাতে নীতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমিতি সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন একটি বোতামের ক্লিকেই উপলব্ধ করা যায়। সেনা-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (সিএএএস) মন্ত্রকগুলিতে একটি স্বচ্ছ, মেশিন-পাঠযোগ্য এবং কার্যকর বিন্যাসে তথ্য সরবরাহ করবে।

ভারতের আদমশুমারি ২০২৭ দেশের সমগ্র জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আদমশুমারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারেরর কাছে গিয়ে গৃহতালিকা তৈরি ও গৃহনির্মাণ, আদমশুমারি তথা জনসংখ্যাগত গণনার জন্য পৃথক প্রশ্নাবলীর তথ্য জোগাড় করা হবে। গণনাকারীরা হবেন সাধারণত সরকারি শিক্ষক এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মী যারা, তাদের নিয়মিত দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি আদমশুমারির জন্যে মাঠ পর্যায়ে কাজ করবেন।উপ-জেলা, জেলা এবং রাজ্য স্তরে অন্যান্য আদমশুমারি কর্মীদেরও রাজ্য/জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত করা হবে।

২০২৭ সালের আদমশুমারির জন্য গৃহীত নতুন উদ্যোগগুলি হল:(১) এটি হবে দেশে ডিজিটাল মাধ্যমে করা প্রথম আদমশুমারি, যা অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় সংস্করণের জন্য উপলব্ধ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। (২) সমগ্র আদমশুমারি প্রক্রিয়াটি রিয়েল টাইম ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে।(৩) পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএমএস) পোর্টাল নামে একটি নিবেদিতপ্রাণ পোর্টাল তৈরি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত শিবরাজ পাটিল

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ।। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা শিবরাজ পাটিল আর নেই। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের লাতুরে নিজ বাসভবন দেবঘরে ৯০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। স্বল্পকালীন অসুস্থতার পর তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি পেছনে রেখে গেছেন ছেলে শৈলেশ পাটিল, পুত্রবধূ অর্চনা এবং দুই নাতনিকে।

২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মেয়াদকালে ঘটে মর্মান্তিক ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলা, যার পর তিনি পদত্যাগ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়াও ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি ১০ম লোকসভার স্পিকার ছিলেন। পরে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শিবরাজ পাটিলের মৃত্যুসংবাদে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স-এ প্রকাশিত পোস্টে তিনি লেখেন, শ্রী শিবরাজ পাটিল জির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। দীর্ঘ জনজীবনে তিনি এমএলএ, এমপি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার এবং লোকসভার স্পিকার হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি আরও লেখেন, সমাজকল্যাণে অবদান রাখতে তিনি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা গাছ ধ্বংসকে ঘিরে পুলিশ জনতার খন্ডযুদ্ধ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। গাঁজা বাগান ধ্বংস করতে গিয়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হল সোনামুড়া থানাধীন বিজয়নগর এডিসি এলাকায়। শুক্রবার ঘটনাস্থলে অভিযান চালাতে গেলে পুলিশ ও প্রশাসনকে বাধার মুখে পড়তে হয় স্থানীয় গাঁজা চাষীদের দ্বারা।

সূত্রের খবর, প্রশাসনের অভিযানের খবর আগেই পেয়ে যান গাঁজা চাষীরা। এরপর তারা গাঁজা বাগানের প্রবেশমুখেই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঘিরে ধরেন প্রশাসনিক আধিকারিকদের। প্রথমে বাকবিতণ্ডা থেকে শুরু হলেও পরিস্থিতি ক্রমে জটিল আকার ধারণ করে। সময়ের সাথে সাথে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

এই সংঘর্ষে পুলিশ ও গাঁজা চাষীর এই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদেরকে কমলনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর এলাকাজুড়ে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

গাঁজা সহ আটক বিহারের চার মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা—অসম সীমান্তবর্তী চুরাইবাড়ি থানার নাকা পয়েন্টে শুক্রবার ভোররাতে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। ৮ নম্বর অসম—আগরতলা জাতীয় সড়কে রুটিন যানবাহন তল্লাশির সময় টিআর০৫তত্ত বিত্ত ০৩১৪ নম্বরের একটি অল্টো গাড়ি থামাতেই ফাঁস হয়ে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে আড়াই কোটির নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আমবাসা উপনগর নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে বিশাল পরিমাণ মাদক সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। কাঞ্চনপুর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল এমন একটি সন্দেহভাজন গাড়ি আটকে তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাড়িটি থেকে মোট ১৩৭ প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার হয়েছে, যার মোট ওজন ১ কেজি ৬৪৪ গ্রাম। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট। উদ্ধার হওয়া এই নেশাজাতীয় সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক আড়াই কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গাড়ি চালকসহ মোট তিনজনকে ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মাদক পাচারচক্রের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ জানায়, এই উদ্ধার অভিযান নেশা পাচার রোধে একটি বড় সাফল্য। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

অটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই বোন সংকটজনক ১৮ মাসের বোনও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। *অটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হল দুই বোন। তাদের মধ্যে বড় বোনের বয়স ১৭ বছর, ছোট বোনের বয়স ১৮ মাস। শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলার আড়ালিয়া দত্ত পাড়ায়, শুক্রবার সকালে।*

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশুটির মা---বাবা দু'জনেই কাজে বাইরে ছিলেন। সেই সময় ১৭ বছরের বড় বোন তার আঠারো মাসের ছোট বোনকে কোলে নিয়ে পাশের বাড়িতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় বাঁশ বোঝাই একটি অটো দ্রুতগতিতে এসে তাদের ধাক্কা দেয়।

ধাক্কার ফলে বাঁশের মাথা সোজা বড় বোনের মুখে গিয়ে ঢুকে গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি করে। ছোট বোনটি বড় বোনের কোলে থেকে ছিটকে পড়ে যায় এবং তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ১৮ মাসের শিশুটির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, বড় বোনের আঘাতও গুরুতর।

হৃদয়বিদারক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডিগো বিমান বাতিল সমস্যা

বরখাস্ত ৪ বিমান অপারেশন ইনস্পেক্টর

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর।। চলমান ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল পরিস্থিতির মধ্যে, সিভিল এভিয়েশনের শীর্ষ সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন থেকে চারজন ফ্লাইট অপারেশন ইনস্পেক্টর তাদের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এক শর্তাধীন সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, "সম্প্রতি ইন্ডিগো সংকটের প্রেক্ষিতে এই এফওআইদের ডিজিসিএ-র সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হলো। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই কর্মকর্তা-গণ তাদের মূল সংস্থায় যোগদান করতে ডিজিসিএ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন।

বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন:, ঋষি রাজ চট্টোপাধ্যায়, কনসালট্যান্ট, সীমা ঝামনানি, সিনিয়র এফওআই, অনিল কুমার পোখরিয়াল, কনসালট্যান্ট, এবং প্রিয়ম কৌশিক, কনসালট্যান্ট।

এফওআইদের কাজ হলো বিমান সংস্থার নিরাপত্তা, পাইলট প্রশিক্ষণ এবং অপারেশনাল কমপ্লায়েন্স তদারকি করা।

অফিস সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ডিজিসিএ শুক্রবার ইন্ডিগো-র সিওও ইসিড্রো পরকুয়েরাস এবং সিইও পিটার এলবার্সকে সমন করেছে। চার সদস্যের ডিজিসিএ কমিটি উভয়কেই আলাদাভাবে তলব করেছে।

সরকারকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার প্রায় ১,৫৮০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

এই কর্মকর্তা-গণ নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন, যা ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে, তদারকিতে অপ্রস্তুত থাকার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ডেটা অনুযায়ী, ১ থেকে ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ৪,২৯০টি অভ্যন্তরীণ এবং ৬৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ৫ ডিসেম্বরের সবচেয়ে বেশি ব্যাহত দিনে, বিমান সংস্থা তাদের অভ্যন্তরীণ সময়সূচির প্রায় ৭৯ু বা ১,৫৮৮টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। সেই দিন কেবল ৩৫টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

স্ত্রী হত্যার দায়ে অভিযুক্তকে ১০ বছরের সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ১২ ডিসেম্বর ।। ধলাই জুডিশিয়াল জেলা আদালত (আমবাসা) এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে স্ত্রী হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত তপন দেবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে দায়রা জজ এই রায় ঘোষণা করেন। ডালুবাড়ি, থানাঃ আমবাসার বাসিন্দা তপন দেব (পিতাভানু দেব)---কে ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) ৩০২ ধারায় দোষী প্রমাণ করে আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা জরিমানার সাজা দেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এছাড়াও, ৩০৪(বি) ধারায় (বধূ নির্যাতনজনিত মৃত্যু) দোষী সাব্যস্ত করে আদালত তাকে অতিরিক্ত ১০ বছরের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করেছে। এই মামলার বিচার এস টি (টি-১১) ২২/২০১৬ এবং গন্ডাছড়া থানার মামলা নং ৪১ /২০১৬, ইউ/এস ৩০৪(বি)/৩০২ আইপিসি —এর প্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়।

২০১৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্ত শেষ করে তৎকালীন গন্ডাছড়া এস.ডি.পি.ও দীপক রিয়াং-এর নেতৃত্বে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ গমনজয় রিয়াং আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে ট্রায়াল কোর্ট অভিযুক্ত তপন দেবকে দুই ধারাতেই দোষী সাব্যস্ত করে এই কঠোর সাজা ঘোষণা করে। এই রায়ের মাধ্যমে দীর্ঘ ৯ বছরের আইনি লড়াইয়ের অবসান হলো বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট-২০২৫ : ভিড় সামলাতে পুলিশের লাঠিচার্জ, কিছুটা অব্যবস্থার মধ্যেই

জুবিনে মাতলো আগরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। সমস্ত হিসেব গড়মিল হয়ে গেছে। ভিড় এতটাই বেড়ে গিয়েছিল, পুলিশের লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। এসবের মধ্যেই সঙ্গীত আর উৎসবের আবহে মুখরিত হয়ে উঠল আগরতলা। মাসব্যাপী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট ২০২৫—এর আজ জমকালো সমাপনী আয়োজন অনুষ্ঠিত হলো রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় প্লেব্যাক সিঙ্গার জুবিন নটিয়াল, যার লাইভ পারফরম্যান্স উপভোগ করতে উপচে পড়ল শ্রোতাদের ভিড়।

দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির পর শুক্রবার সন্ধ্যায় মঞ্চে ওঠেন জুবিন নটিয়াল। একের পর এক জনপ্রিয় গান পরিবেশনায় মাতিয়ে দেন হাজার হাজার দর্শককে। তার সুরের মূর্ছনায় গোটা আগরতলা যেন তাল মিলিয়ে নেচে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের প্রতিটি কোণ থেকে ভেসে আসে দর্শকদের উচ্ছ্বাসজুবিনের গানে মুগ্ধ শ্রোতারা আলো—আঁধারির পরিবেশে তৈরি করেন অসাধারণ উৎসবমুখর মুহূর্ত।

অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সৌরভ গাঙ্গুলীও। সাবেক ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক মঞ্চে এসে শ্রোতাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, মন্ত্রী রতন লাল নাথ ও সুশান্ত চৌধুরী। তারা সৌরভ গাঙ্গুলী ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য শিল্পীদের শুভেচ্ছা জানান।

হাজারো মানুষের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে গোটা মাঠে ছিল কঠোর নিরাপত্তা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুলিশ ডিজি অনুরাগ ধনকর, জেলা পুলিশ সুপার, প্রশাসনের একাধিক ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বনজ সম্পদ উদ্ধারে গিয়ে পুলিশের সামনে রেঞ্জ অফিসারকে প্রাণে মারার চেষ্টা

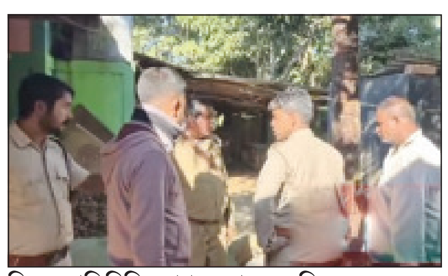

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। বনজ সম্পদ উদ্ধার অভিযানে পুলিশের সামনেই রেঞ্জ অফিসারকে প্রাণে মারার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম ইচাই লালছড়া ২ নম্বর ওয়ার্ড।

বনজ সম্পদ ধ্বংসের অভিযোগে পরিচালিত যৌথ অভিযানে বনকর্মীদের উপর প্রাণনাশের চেষ্টা চালায় কুখ্যাত কাঠ মাফিয়া আব্দুল ছমেদ। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশকর্মী গ্রেফতারের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখেও কোনো পদক্ষেপ নেননি।

শুক্রবার উত্তর জেলা বনদপ্তর, পুলিশ এবং ৯৭ নম্বর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর যৌথ উদ্যোগে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পশ্চিম ইচাই লালছড়ায় আব্দুল ছমেদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। বাড়িতে হানা দিয়েই বনকর্মীরা বিপাকে পড়েন। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাফিয়া ও তার সহযোগীরা। রেঞ্জ অফিসারসহ অন্যান্য কর্মীদের প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়।

ঘটনার জেরে বনদপ্তরের কর্মীরা তৎক্ষণাৎ আরো বিশাল সংখ্যক অতিরিক্ত বাহিনীর জন্যে পুলিশ ও বিএসএফকে খবর দেন। পরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী উপস্থিত হয়ে অভিযান জোরদার করলে বাড়ির একাধিক ঘর থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধভাবে মজুদ চেরাই সেগুন কাঠ, কাঠের তৈরি নানা সামগ্রী এবং বনজ সম্পদ।

উদ্ধারকৃত সামগ্রীর পরিমাণ এত বেশি যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার কার্য্য চলতে থাকে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, আব্দুল ছমেদ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় বেআইনি কাঠ ব্যবসা চালিয়ে আসছে। তবুও প্রশাসন তাকে ধরতে ব্যর্থ। আজকের ঘটনায় রেঞ্জ অফিসারের উপর হামলার ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভে ফুসছে এলাকাবাসীরা। তারা দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হবে।

জাগরণ আগরতলা,১৩ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২৬ অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অশান্ত বাংলাদেশ !

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রক্তাক্ত বাংলাদেশ। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। একই দিনে অনুষ্ঠিত হইবে জুলাই সনদের উপর গণভোট। আর এই ঘোষণার পর একদিন কাটিতে না কাটিতেই জনবহুল এলাকায় গুলিবিদ্ধ হইলেন ঢাকা ৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসিতেই শোরগোল পড়িয়া গিয়াছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। শুক্রবার দুপুরে বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাহাকে উদ্ধার করিয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হইলে তাঁহাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মোটরসাইকেলে আসিয়া দুষ্কৃতীরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইয়াছে। তবে কে বা কাহারা হামলা করিল, তাহা এখনও অজ্ঞাত। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করিয়াছে পুলিশ। হামলাকারীদের ধরিতে সাঁড়াশি অভিযান চলিয়াছে। হামলার সময় হাদির পিছনের রিকশায় ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ রাফি। তিনি জানান, "জুম্মার নামাজ শেষে আমরা হাইকোর্টের দিকে আসছিলাম। রিকশায় ছিলাম। বিজয়নগর আসিতেই একটা মোটরসাইকেলে করিয়া দু"জন আসিয়া হাদি ভাইয়ের উপর গুলি ছুড়িয়া পাঠাইয়া যায়। শরিফ ওসমান হাদির দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মহম্মদ ইউনূস। একইসঙ্গে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দ্রুত ও ব্যাপক তদন্ত চালাইয়া এই হামলায় জড়িত সবাইকে শনাক্ত করিয়া আইনের আওতায় আনার কঠোর নির্দেশ দিয়াছেন। এদিকে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়া মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাইতেছে।অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে "উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক এবং সম্পূর্ণ সুষ্ঠু" করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। তাহাদের বক্তব্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকিবার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট অনুকূল। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করিতে সরকার এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়াছে। নির্বাচনে প্রায় ৯ লাখ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য নিয়োজিত থাকিবেন। নির্বাচন সুন্দর ও উৎসবমুখর করতে বাড়তি পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, বিজিবি এবং নৌবাহিনী মাঠে থাকিবে। ভোটকেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি ৮০ হাজার সেনাবাহিনী সদস্য মোতায়েন করা হইবে।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত 'যত বড় রাঘব বোয়ালই হোক না কেন,' তাহাকে ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়াছেন।নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এটিকে স্বাগত জানাইয়াছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়া আসিবার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছে।বিএনপি এবং গণঅধিকার পরিষদের মতো দলগুলোর নেতারা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাইয়াছেন এবং আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে নির্বাচনের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসিবে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত হইবে।বিএনপি নেতারা এটিকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে একটি নতুন ইতিহাস হিসেবে দেখিতেছেন।সদ্য নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এই তফসিল ঘোষণার তীব্র নিন্দা করিয়াছে। তাহাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে তাহারা 'দেশ ও জাতিকে গভীর সংকটে ঠেলিয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র' হিসেবে আখ্যা দিয়াছে। এই বিতর্ক রাজনৈতিক উত্তেজনাকে কিছুটা বাড়াইয়া তুলিতে পারে।আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনকে ঘিরিয়া কিছু চ্যালেঞ্জ ও উদ্বেগের ক্ষেত্র তৈরি হইয়াছে, যাহার মধ্যে অন্যতম:অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে দেশে মাঝে মাঝে ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন দেওয়ার মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং গুপ্তহত্যার অভিযোগ উঠিয়াছে, যাহা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে।বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ (বিশেষ করে জুলাই বিপ্লবের পরে) ব্যাপকভাবে বাড়িয়াছে, যাহা স্থানীয় পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করিতেছে।হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ইউনূস সরকারের অধীনে আইনের শাসন পরিস্থিতি নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে, বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে।সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথে অগ্রসরের একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়াছে। অন্তর্বর্তী সরকার সর্বোচ্চ নিরাপত্তার অঙ্গীকার করিলেও, নির্বাচনপূর্ব সময়ে বিচ্ছিন্ন সহিংসতা, চাঁদাবাজির অভিযোগ এবং রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে সৃষ্ট উত্তেজনা আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসাবে রহিয়া গিয়াছে।

নিউটন যা পড়তেন তার সবই মনে রাখতেন কীভাবে

জিনাত শারমিন

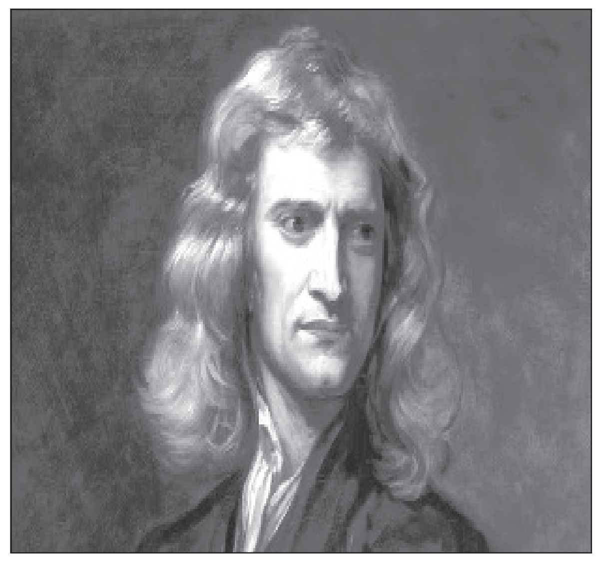

স্যার আইজ্যাক নিউটন কেন এত বিখ্যাত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে সবার আগে মাথায় আসে সেই আপেল পড়ার গল্প।

অনেকেই ভাবেন, আপেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিউটন 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। বরং ঘটনাটি তাঁর মনে একটা চিন্তার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলআপেলটা কেন নিচেই পড়ল? মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে নিউটন বিস্তারিত ধারণা দেন এই ঘটনার ২১ বছর পর, ১৬৮৭ সালে। তখন প্রকাশিত হয় তাঁর যুগান্তকারী বই দ্য প্রিন্সিপিয়া: ম্যাথমেটিক্যাল প্রিন্সিপালস অব ন্যাচারাল ফিলোসফি। কথিত আছে, একবার নিউটনের গবেষণাগারে মোমবাতির আগুনে তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপি ও গবেষণাপত্র পুড়ে গিয়েছিল। তখন সবাই হায়! হায়! করলেও নিউটন নাকি ছিলেন খুবই শান্ত। তিনি মোটেও বিচলিত হননি। কারণ, বইগুলোতে যা লেখা ছিল, তার সবই নাকি তাঁর মাথায় ছিল! কিংবদন্তি আছে, নিউটন যা-ই পড়তেন, তার প্রায় সবই মনে রাখতে পারতেন। কিন্তু কীভাবে? সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটির একটি পোস্ট থেকে জানা গেছে নিউটনের বই পড়ার সেই গোপন কৌশলের কথা। রয়্যাল সোসাইটির সংগ্রহে নিউটনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির চারটি বই রয়েছে। সেগুলো হলোস্যামুয়েল ফস্টারের মিসসেলানিস (১৬৫৯), সমুদ্রবিজ্ঞানবিষয়ক একটি বই (১৭০০), অ্যালকেমিসংক্রান্ত প্রবন্ধের সংগ্রহ (১৬১০) এবং হেনরিখ কর্নেলিয়াস অ্যাগ্রিপ্পার গুপ্ত দর্শন এবং জাদুবিদ্যা নিয়ে লেখা দ্য অকাল্ট ফিলোসফি (১৫৩৩)। এখান থেকেই ধারণা পাওয়া যায়, কত বৈচিত্র্যময় বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন নিউটন! ভ্যান গগ বা আইনস্টাইনের মতো নিউটনও ছিলেন জ্যানুসিয়ান চিন্তক, মানে যিনি ভিন্ন ভিন্ন ধারণা একত্রিত করে সৃজনশীল অগ্রগতি আনতে সক্ষম। এই চারটি বই বিশ্লেষণ করে রয়্যাল সোসাইটির লাইব্রেরি ম্যানেজার রুপার্ট বেকার বেশ মজা করেই নিউটনকে 'অপরাধী' বলেছেন। তাঁর মতে, 'বই ও বইয়ের পাতার কোনা নষ্ট করার বিষয়ে নিউটন একজন অপরাধী। আসলে তিনি বইকে কোনো সম্পদ বা শিল্প হিসেবে কল্পনা করতেন না, বরং জ্ঞান আহরণের একটা মাধ্যম বা টুল হিসেবে দেখতেন।' কথিত আছে, একবার নিউটনের গবেষণাগারে মোমবাতির আগুনে তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপি ও গবেষণাপত্র পুড়ে গিয়েছিল। তখন সবাই হায়! হায়! করলেও নিউটন নাকি ছিলেন খুবই শান্ত।

১. নিউটন যেভাবে বইয়ের পাতা ভাঁজ করতেন সাধারণত আমরা বইয়ের পৃষ্ঠা মনে রাখার জন্য পাতার ওপরের বা নিচের কোণ ভাঁজ করে রাখি। একে বলে 'ডগ-ইয়ার'। নিউটনও বইয়ের পাতা ভাঁজ করতেন, তবে তাঁর পদ্ধতি ছিল আলাদা তিনি কুকুরের কানের মতো বইয়ের পাতা ভাঁজ করে রাখতেন। তিনি নিশ্চিত করতেন যে, ভাঁজটির সুঁচালো অংশটি ঠিক সেই লাইনটি নির্দেশ করছে, যেটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি মনে রাখতে চান। সেটা হতে পারে একটি বাক্য, কোনো প্রবাদ বা একটিমাত্র শব্দ।

২. নিউটন বইয়ের ভেতরে প্রচুর নোট নিতেন নিউটনের পড়া বইয়ের প্রতিটি পাতায়, মার্জিনে অসংখ্য নোট বা মন্তব্য থাকত। সেগুলো এত বিস্তৃত ছিল যে 'মার্জিনালিয়া' শব্দটি দিয়ে সেই অভ্যাসকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। অনেক সময় পুরো পাতার ফাঁকা জায়গাজুড়েই তাঁর লেখা থাকত।

৩. নোটের আবার সূচিপত্র

মার্জিনে নোট লেখার পাশাপাশি তিনি নিজ হাতে সেই নোটের সূচিপত্র ও বিষয়বস্তুর তালিকা তৈরি করতেন। সূচিগুলো আজকের বইয়ের সূচিপত্রের মতোই। বিষয় অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো এবং প্রতিটি বিষয়ের পাশেই সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নম্বর লেখা। ৪. বই নষ্ট করতে দ্বিধা করতেন না এটি সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আমাদের কাছে বই হলো সম্পদমাঝেমধ্যে মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু নিউটন বইগুলোকে ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম হিসেবেই দেখতেন। যতটা দরকার ততটাই ব্যবহার করতেন। এমনকি প্রয়োজনে বইয়ের ক্ষতি করতেও কার্পণ্য করতেন না। কারণ তিনি বইয়ের মূল্য তার তথ্যের মধ্যে দেখতেন, বইয়ের ভৌত সৌন্দর্যে নয়। রুপার্ট বেকার বলেন, 'স্পষ্টই নিউটন বইকে কাজের হাতিয়ার হিসেবে দেখতেন, যা প্রয়োজনে নষ্ট হওয়াও স্বাভাবিক।'

নিউটনের পড়া বইয়ের প্রতিটি পাতায়, মার্জিনে অসংখ্য নোট বা মন্তব্য থাকত। সেগুলো এত বিস্তৃত ছিল যে 'মার্জিনালিয়া' শব্দটি দিয়ে সেই অভ্যাসকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এছাড়া নিউটনের অসাধারণ সাফল্যের পেছনে আছে কঠোর পরিশ্রম। কোনো সমস্যা তাঁর মাথায় ঢুকলে, সেটার সমাধান হাতে না পাওয়া পর্যন্ত থামতে জানতেন না। প্রয়োজনে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতেন না ঘুমিয়ে। এ সময়ে তিনি প্রচুর পড়তেন, নোট নিতেন, নিজের মতো করে ধারণার সারাংশ লিখতেন, কোনো হিসেব মেলাতে পাতার পর পাতা অংক কষতেন। তিনি বইয়ের মার্জিন জুড়ে এত ব্যাপক নোট লিখতেন যে পুরো সাদা জায়গা ভরে যেত। নিউটন শুধু পড়া তথ্য মনে রাখতে চাইতেন না, তিনি তা নিজের হাতে পরীক্ষা করতেন। পর্যবেক্ষণ এবং হাতে-কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান শুধু মনে থাকে না, তা মস্তিষ্কে আরও দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সমস্যার ওপর মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ধরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারতেন নিউটন। এই ধরনের গভীর মনোযোগ তথ্যকে স্বল্পমেয়াদী স্মৃতি থেকে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। ইঙ্ক ম্যাগাজিন আবার তিনি কোনো বই কেবল হালকাভাবে পড়তেন না; তিনি এর পেছনের মূল নীতি, গাণিতিক কাঠামো এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে বিমূর্তভাবে চিন্তা করতেন। কোনো তথ্যকে যখন অন্য তথ্যের সাথে যুক্ত করে ভাবা হয়, তখন তা মনে রাখা সহজ হয়। মোট কথা, নিউটনের স্মৃতিশক্তির মূল কারণ সম্ভবত তাঁর অসাধারণ গভীর মনোযোগ, সক্রিয় চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোতে রাখার ক্ষমতা। তিনি কেবল মুখস্থ করতেন না, তিনি যা পড়তেন, তা নিজের করে নিতেন এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

এশিয়ার কিছু অংশে ঝড়-বন্যা ভূমিধস কেন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় একটি অংশজুড়ে ঘূর্ণিঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে গত কয়েক দিনে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। সরকারি তথ্যমতে, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডেই ১ হাজার ২৫০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। অনেকে এখনো নিখোঁজ।

পরপর দুটি ঘূর্ণিঝড় ও একটি টাইফুন এই বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় শহর ও গ্রাম কাদায় তলিয়ে গেছে। উদ্ধার তৎপরতায় কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কায় বন্যা ও ভূমিধসে ১১ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার পর দেশটিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৮ নভেম্বর দেশটির প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে এই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

চলতি বছরের শুরুর দিকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে) এক রায়ে বলেছে, গ্যাস নির্গমন হ্রাসে সহযোগিতা, বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তি অনুসরণ এবং দুর্বল জনগোষ্ঠী ও বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতি থেকে রক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত 'অস্তিত্বের সংকট' মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের মহাপরিচালক সম্পথ কোটুওয়েগোডা বলেন, দেশটি নজিরবিহীন এক মানবিক সংকট মোকাবিলা করছে।

তবে বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল। আল-জাজিরার প্রতিবেদক জেসিকা ওয়াশিংটন জানিয়েছেন, তিনি উত্তর সুমাত্রা প্রদেশজুড়ে সর্বত্র ভূমিধস দেখেছেন। উত্তর সুমাত্রার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি তাপানুলি। ওই এলাকা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি আগেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর সংগ্রহ করেছি। সাধারণত নির্দিষ্ট একটি জায়গায় ভূমিধস সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এবার আমরা যেসব গ্রাম পেরিয়ে এসেছি, সব জায়গায় ভূমিধস হয়েছে।' কেন এমন বন্যা ও ভূমিধস

ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনলাইনে এর কারণ খুঁজতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। দেখা যায়, লোকজন জানতে চাইছেন ঠিক কোন কারণে এতগুলো দেশে একসঙ্গে এমন চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া দেখা দিয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা ভারী বৃষ্টি এবং মারাত্মক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বন্যার কবলে পড়েছে। কয়েকটি দেশে সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আরও খারাপ আকার ধারণ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে টাইফুন 'কোটো' যা ফিলিপাইনে তীব্র আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার' ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রায় মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। আর ঘূর্ণিঝড় 'ডিটওয়া' শ্রীলঙ্কায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফি বিভাগের অস্থায়ী অধ্যাপক স্টিভ টারটন বলেন, এই অঞ্চলে সাধারণ যে চিত্রটি দেখা গেছে, প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টির জল মোকাবিলা করতে গিয়ে জনগোষ্ঠীগুলো হিমশিম খাচ্ছিল। এই বৃষ্টি ভূমিধসসহ আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। টারটন বলেন, 'বিশ্বজুড়ে যেখানে এ ধরনের ক্রান্তীয় ঝড়প্রবণ আবহাওয়া রয়েছে, সেগুলোকে আপনি টাইফুন, হারিকেন বা ঘূর্ণিঝড় যা-ই বলুন না কেন, এগুলো আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টি ঝরাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।'

টারটন বলেন, ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার' ও 'ডিটওয়া' এবং টাইফুন 'কোটো' বাতাসের গতির কারণে তীব্র ঝড় হিসেবে শ্রেণিভুক্ত না হলেও এগুলো অনেক বেশি বৃষ্টি ঝরিয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও সাগরের উষ্ণতা এ ধরনের বৃষ্টি ঝরানো ঝড়কে আরও শক্তিশালী করছে।' ভারতের ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি ইনস্টিটিউটের জলবায়ুবিজ্ঞানী রক্সি ম্যাথিউ কোল এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'তুলনামূলক উষ্ণ মহাসাগর ঘূর্ণিঝড়ের চারপাশে শক্তিশালী বৃষ্টিবলয় তৈরি করে। আর তুলনামূলক উষ্ণ বায়ুমণ্ডল বেশি আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং তা আরও তীব্রভাবে ঝরায়।' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'লা নিনা' নামের একটি স্বাভাবিক আবহাওয়া চক্র। এই চক্রে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশ স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা আর পশ্চিমাংশ উষ্ণ থাকে। এর ফলে বাতাস শক্তিশালী হয়ে এশিয়ার দিকে আরও বেশি উষ্ণ পানি ও আর্দ্রতা ঠেলে দেয়। কোল বলেন, 'এই ধরন এশিয়ার বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত আর্দ্রতা সঞ্চার করে, যা ভারী বৃষ্টি ও প্রবল বন্যার ঝুঁকি বাড়ায়।' এই বন্যাগুলো স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগগুলো নতুন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠছে এবং অভিঘাত মোকাবিলা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অপরিহার্য আলেক্সান্ডার ম্যাথিউ, আইএফআরসির এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক বৃষ্টি বৃদ্ধির প্রভাবটি ভালোভাবে বোঝা গেলেও টারটন উল্লেখ করেছেন, গত সপ্তাহের ঘূর্ণিঝড়গুলোর অন্যান্য অস্বাভাবিক দিকগুলোযেমন ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার' ও টাইফুন 'কোটো' কীভাবে একে অপর থেকে শক্তি সঞ্চার করল, সেই বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্ট গবেষণার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

গ্রান্থাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কলেজ স্টর্ম মডেল (আইআরআইএস) ব্যবহার করে এ ধরনের এক গবেষণায় ইতিমধ্যে খুঁজে পেয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে টাইফুন 'ফাং-ওং'-এর কেন্দ্র ঘিরে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই টাইফুন গত মাসে ফিলিপাইনে আঘাত হেনেছিল।

মোকাবিলায় করণীয় কী

গত সোমবার উত্তর সুমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এমন এক সমস্যা, যা ইন্দোনেশীয়দের মোকাবিলা করতেই হবে। তিনি বলেন, 'আঞ্চলিক প্রশাসনগুলোকেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

গ্লোবাল ক্লাইমেট অ্যান্ড হেলথ অ্যালায়েন্সের প্রচার-প্রধান শ্বেতা নারায়ণ বলেন, সরকার ও শহর কর্তৃপক্ষগুলো চরমভাবাপন্ন এসব আবহাওয়ার ঘটনাগুলোর পরিণতি সামলানোর ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাস্তবতার সঙ্গে নীতিনির্ধারকদের ইচ্ছাকৃত অবহেলার বিশাল ফারাক রয়েছে আর এর মূল্য চুকাচ্ছে সাধারণ মানুষ।' সতত সম্পদ ক্লাইমেট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা হরজিৎ সিং বলেন, একেকটি দুর্যোগের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক এখন স্পষ্ট। এখন এটি মোকাবিলার দিকে এগোনোর সময়। তিনি বলেন, 'দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ এখন একধরনের তথ্য-উপাত্তই বলা চলে। এখন এসব তথ্য-প্রমাণ (যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী, তাদের) জবাবদিহি নিশ্চিতে কাজে লাগানো উচিত।' জলবায়ু অধিকারকর্মী হরজিৎ সিং বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগের মাত্রা ও দুর্যোগের আঘাত হানার পরিমাণ যে বাড়াচ্ছে, এটা বোঝার জন্য প্রতিটি ঘটনা নিয়ে আলাদা গবেষণার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। তিনি আরও বলেন, যেসব দেশ জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে ধনী হয়েছে, তাদের আইনি ও নৈতিক দায়িত্ব হলো এখনই অনুদানভিত্তিক অর্থসহায়তা দেওয়া, যাতে আক্রান্ত দেশগুলো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে।' জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন (কপ ৩০) শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে সর্বশেষ ঝড়গুলো আঘাত হেনেছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর দাবি অনুযায়ী ওই সম্মেলনে কাঙ্ক্ষিত সাড়া পাওয়া যায়নি।

হরজিৎ সিং বলেন, 'তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল অনুদানভিত্তিক অর্থসহায়তা, ঋণ নয়। কারণ, ঋণ তাঁদের দেনা আরও বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার জরুরি ভিত্তিতে কমানোর সিদ্ধান্তও চেয়েছিলেন তাঁরা।'

চলতি বছরের শুরুর দিকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে) এক রায়ে বলেছে, গ্যাস নির্গমন হ্রাসে সহযোগিতা, বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তি অনুসরণ এবং দুর্বল জনগোষ্ঠী ও বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতি থেকে রক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত 'অস্তিত্বের সংকট' মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। ভানুয়াতুর নেতৃত্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আনা একটি মামলার প্রেক্ষাপটে আইসিজের সভাপতি ইউজি ইওয়াসাওয়া বলেন, 'জলবায়ু ব্যবস্থা সুরক্ষায় উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে কোনো রাষ্ট্রের ব্যর্থতা... আন্তর্জাতিকভাবে একটি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে।' সোমবার ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) দুর্যোগকবলিত মানুষের সুরক্ষায় 'জরুরি ভিত্তিতে আরও শক্তিশালী আইনি ও নীতি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার' বিষয়টি তুলে ধরেছে। আইএফআরসির এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক আলেক্সান্ডার ম্যাথিউ বলেন, 'এই বন্যাগুলো স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগগুলো নতুন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠছে এবং অভিঘাত মোকাবিলা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অপরিহার্য।'

12-12-25.pmd 1 12-12-2025, 23:52

শুক্রবার আগরতলায় বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

মার্কিন শুল্কের প্রভাব কমাতে বহুমুখী কৌশল নিচ্ছে কেন্দ্র: এফটিএ, আরবিআই ছাড়পত্র ও রপ্তানি-বান্ধব পদক্ষেপে জোর

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: মার্কিন শুল্কের প্রভাবে ভারতীয় টেক্সটাইল ও রেডিমেড পোশাক রপ্তানি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য বহুমুখী কৌশল নিচ্ছে কেন্দ্র। শুক্রবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সক্রিয় আলোচনার পাশাপাশি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র মাধ্যমে দ্রুত বাণিজ্য—সহায়তা পদক্ষেপ গ্রহণ, রপ্তানি-সংক্রান্ত ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম এবং নতুন রপ্তানি প্রচার মিশন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যসভায় লিখিত জবাবে বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা জানান, জিএসটি সংস্কারসহ একাধিক রপ্তানিমুখী পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে মার্কিন শুল্কের আঘাত মোকাবিলায়।

বস্ত্র মন্ত্রক জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, বিদ্যমান এফটিএগুলির আরও কার্যকর ব্যবহার এবং রপ্তানিকারক, রপ্তানি প্রমোশন কাউন্সিল ও এমএসএমই-র সঙ্গে ধারাবাহিক পরামর্শ চলছে।

এপ্রিল—অক্টোবর ২০২৫ সময়ে ভারতের টেক্সটাইল ও পোশাক (হ্যান্ডিক্রাফটসহ) রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ২০,৪০১.৯৫ মিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় মাত্র ১.৮ শতাংশ কম। সরকার জানিয়েছে, বৈশ্বিক শুল্কসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও রপ্তানি মোটের ওপর স্থিতিশীল রয়েছে।

এফওয়াই২৫ অর্থবছরে মোট রপ্তানি ছিল ৩৭,৭৫৫ মিলিয়ন ডলার, যা এফওয়াই২৪ সালের তুলনায় ৫.২ শতাংশ বেশি।

এপ্রিল—অক্টোবর সময়ে ভারত ১০০-রও বেশি দেশে ইতিবাচক রপ্তানি বৃদ্ধি অর্জন করেছেসংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, চীন, সৌদি আরব, মিশর ও জাপানসহ। রপ্তানির প্রতিযোগিতা বাড়াতে তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে সাতটি পিএম মিত্র পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে বলে সরকার জানিয়েছে।

এছাড়া, বস্ত্রখাতের উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা প্রকল্পে ১০,৬৮৩ কোটি টাকার বরাদ্দ এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মসূচি 'সমর্থ'—এর মাধ্যমে ৫.৪০ লাখ উপভোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, পণ্যের বৈচিত্র্য, মান, চাহিদা ও চুক্তিগত ব্যবস্থাপনাএই সবকিছুর উপর নির্ভর করবে মার্কিন প্রতিশোধমূলক শুল্কের প্রকৃত প্রভাব।

টিবি মুক্ত ভারত অভিযান: এক বছরে শনাক্ত ২৬.৪৩ লাখ টিবি রোগী, সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: টিবি মুক্ত ভারত অভিযানে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ২৬.৪৩ লাখ যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে শুক্রবার লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডা। তিনি জানান, এ অভিযানের আওতায় চালানো স্ক্রিনিংয়ে ৯.১৯ লাখ উপসর্গহীন টিবি রোগীও শনাক্ত হয়েছে এবং সবাইকে চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল টিবি রিপোর্ট ২০২৫ উল্লেখ করে নড্ডা বলেন, ভারতে টিবির ইনসিডেন্স রেট ২১% কমেছে, ২০১৫ সালের প্রতি লাখে ২৩৭ থেকে ২০২৪-এ দাঁড়িয়েছে ১৮৭-এ। টিবি মৃত্যু হার ২৫% কমেছে, প্রতি লাখে ২৮ থেকে নেমে ২১-এ। টিবি চিকিৎসা কাভারেজ ২০১৫ সালের ৫৩% থেকে ২০২৪ সালে ৯২%-এ বেড়েছে।টিবি মুক্ত ভারত অভিযান (জাতীয় টিবি নির্মূল কর্মসূচি) পরিচালিত হচ্ছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে। এর মূল কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সনাক্তকরণ, এক্স-রে মাধ্যমে দ্রুত টিবি স্ক্রিনিং, সময়মতো চিকিৎসা শুরু ও সম্পূর্ণ করা, উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন রোগীদের বিশেষ যত্ন, পুষ্টি সহায়তা, ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা।গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল রাজ্যসভায় জানান জানুয়ারি থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত দেশে ৪.৫ কোটি মানুষকে টিবি পরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে, যার মধ্যে

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের সকল দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস- ২০২৫ উদ্যাপন উপলক্ষে আগামী ডিসেম্বর,২০২৫ইং বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টসকমপ্লেক্সে আয়োজিত "খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস-২০২৫" এ দিব্যাঙ্গজনদের নিম্নলিখিত বিশেষ পরিষেবাসমূহ প্রদান করা হবে :-

হুইল চেয়ার, মোটরচালিত ট্রাই-সাইকেলসহ বিভিন্ন সহায়ক যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে মেরামত ও সার্ভিসিং করা হবে।

চিফ মিনিস্টার্স স্কিম ফর পার্সনস উইথ ইন্টলেক্টুয়াল ডিসিবিলিটিস এর জন্য বিশেষ প্রকল্পে আবেদনপত্র (উভয় দিন) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩.৩০ পর্যন্ত গ্রহন করা হবে। উক্ত প্রকল্পে আবেদন করার জন্য ডঙ্গঁজ্জঙ্গ ŒUnique Disability Identification) Certificate / Card / Aadhaar Card, কার্যকর ব্যাংক একাউন্টের পাসবুক-এর প্রথম পৃষ্ঠা এবং রেশন কার্ড আবশ্যিকভাবে সঙ্গে আনতে হবে।

ADIP (Assistance to Disabled Persons) Scheme এর অধীনে আবেদন গ্রহন ও সহায়ক যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে।

দিব্যাঙ্গজনদের Aadhaar Biometric Updation সম্পন্ন করতে হবে।

DDRC (West Tripura) এর মাধ্যমে ডিসিবিলিটি সার্টিফিকেট এবং ডঙ্গঁজ্জঙ্গ কার্ড বিতরণ করা হবে।

সমস্ত দিব্যাঙ্গজনদের বিনামূল্যে উপরোক্ত পরিষেবাগুলির সুবিধা গ্রহন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ICA/D-1523/25

অধিকর্তা
সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরা

Press Notice Inviting e-Tender

Sl. No.	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender fee	Completion period	Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place Of Bidding
1	Procurement of Filter Paper, Glassware & Plasticware etc. for establishment of Static Soil Testing laboratory at Monpathar Sector Office near CEV, Birchandra Manu under South Tripura District for the year 2025-26.	Rs.15.00 lakhs (approx.)	EMD Rs. 30,000/- Tender Fee- Rs. 1000/-	365 Days	30/12/2025 upto 5.30 pm	31/12/2025 11 am	https://tripuratender.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.inBidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bid Submission. Submission of bids physically is not permitted.

Bid Fee and Earnest Money Deposit are to be paid electronically over the Online payment facility provided in the portal, any time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date, using either of the supported payment Mode like Net Banking / Debit Card/ Credit Card. The Bid Fee of Rs.1000/- only, as paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.

Bid(s) shall be opened through online process by respective designated Bid openers on behalf of the Deputy Director of Agriculture, South Tripura District, Belonia and the same shall be accessible https://tripuratenders.gov.in. ddasouth111@gmail.com.

ICA/C/3437/25

(Sumit Kr. Saha)
Deputy Director of Agriculture
South Tripura District, Belonia

ORDER

Whereas, information has been received from the Chairman, Fire Recruitment Board, Tripura (FRBT), West Tripura vide letter No.F.01/FRBT/2025/89 dated 11.12.2025 that written Examination for the recruitment of firemen and Drivers under Fire Recruitment Board, Tripura is scheduled to be held on 14.12.2025 (Sunday) in six centres in Agartala viz. Umakanta Academy, M.T.Girls' HS School, Umakanta Academy Eng. Med. HS School, Kamini Kumar Singha Memorial school, Kshudiram Basu Eng. Med. HS School, Sishu Bihar HS School from 11:00 AM onward and it shall be of 2 hrs. and 30 minutes duration.

AND

Whereas, unrestricted formation of assembly of five or more persons and use of microphones, amplifiers etc. within the premises of each examination centre as mentioned above are likely to create obstruction, annoyance and disturbance to the said examination, candidates appearing for the examination and invigilators.

AND

Whereas, I Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District, Agartala, am satisfied that there are sufficient grounds for promulgation of prohibitory order u/s 163 of the BNSS,2023 for smooth and peaceful conduct of aforementioned examination.

Now, therefore, in exercise of powers conferred upon me U/S.163 of the BNSS, 2023, I, Dr. Vishal Kumar, IAS District Magistrate & Collector, West Tripura District, Agartala hereby order that there shall be:

1. No entry of unauthorized persons within the premises of each examination Centres as mentioned above under West Tripura District except the candidates with admit cards and teachers/invigilators and others permitted by the concerned authorities.

2. No assembly of 5(five) or more persons within the premises of examination centres. 3. No carrying of or retaining lethal weapon in the area specified above except security personnel.

4. No unauthorized use of microphones & amplifiers and any other devices to magnify the human voice in the area specified above.

In view of the emergent nature of the situation and with a view to ensure smooth and peaceful conduct of the said examination, this order is passed ex-parte and addressed to public in general.

Any person violating this order shall be liable to be prosecuted U/S 223 of BNS,2023.

This order shall remain in force on 14.12.2025 from 8 am to 3 pm.

Given under my seal and signature, this day ..1.2th

ICA/D-1517/25 (

(Dr. Vishal Kumar, IAS)
District Magistrate & Collector,
West Tripura District

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টারে তার চিকিৎসা চলছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় তাঁকে গুলি করা হয়। বেলা ২টা ২৫ মিনিটে তিনটি মোটরসাইকেলে দুর্বৃত্তরা আসেন। এর মধ্যে একটি মোটরসাইকেল থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়।

এদিকে,পরিবারের সিদ্ধান্তে শরিফ ওসমান বিন হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরে শুক্রবার রাত ৮টা ৫ মিনিটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আইসিইউ সংবলিত বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে হাদিকে বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে আনা হলো।

ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ জানিয়েছিলেন, হাদিকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন তার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। পরে তাকে সিপিআর দিতে হয়। তার মাথার ভেতরে গুলি থাকার পাশাপাশি কানের আশেপাশেও গুলির আঘাত রয়েছে। ইনকিলাব মঞ্চের অন্যতম নেতা আব্দুল আল নোমান ঢামেকে সাংবাদিকদের বলেন, প্রথমে তিনটি গুলির শব্দ শোনা যায়। মোটরসাইকেলে চড়ে দুইজন এসে গুলি করে পালিয়ে যায়। ওসমান হাদি কানের নিচে গুলিবিদ্ধ হন।

শরিফ ওসমান হাদি দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। পাশাপাশি, হাদির ওপর হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকালে এক বিবৃতিতে এ নির্দেশনা দেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, নির্বাচনি পরিবেশে এমন সহিংস হামলা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং দেশের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্য এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এ সময় আহত ওসমান হাদির সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এছাড়াও চিকিৎসা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন ড. ইউনূস। একই সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দ্রুত ও ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে হামলায় জড়িত সবাইকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ, প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য গ্রহণ, সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা এবং হামলার পেছনে কোনো সংগঠিত পরিকল্পনা থাকলে তা উন্মোচনের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কোনো ধরনের সহিংসতা বরদাশত করা হবে না। জনগণের নিরাপত্তা এবং প্রার্থীদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। দোষীরা যে-ই হোক, আইনের আওতায় আনা হবে।' তিনি এ সময় দেশের সব রাজনৈতিক পক্ষ, কর্মী-সমর্থক এবং নাগরিকদের প্রতি শান্তি ও সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানান, যাতে আসন্ন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক ও নিরাপদ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

PNIET No: 78/EE/CCD/PWD/ 2025-26, Dated, 10/12/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal: Maintenance of staff quarters of Kunjaban extension Agartala /SH: Providing and fitting fixing of hard drawn steel wire for fencing around of existing pump house at backside of quarter T/ VI/6 along with toe wall, C.C. work, painting etc. under Capital complex Sub-Division No-I during the year 2025-2026. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

DNIET No: 75/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26

Estimated Cost:: 7,24,785.00, Earnest Money: 14,496.00 and Time for completion : 90 (Ninety) days

Last date & time for online Bidding: 20/12/2025 upto 3:00 PM

ICA/C 3431/25

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

টেক্সটাইল রপ্তানি বাড়াতে একাধিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: ভারতের টেক্সটাইলসহ অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের বাজার-প্রবেশ ও শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করতে একাধিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-আলোচনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার। শুক্রবার রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য জানান বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ।

মন্ত্রী জানান, ভারত ইতিমধ্যে ১৫টি ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট এবং ৬টি প্রেফারেনশিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছে। বিশ্বের মোট টেক্সটাইল আমদানির ৫০ শতাংশেরও বেশি এবং ভারতের টেক্সটাইল রপ্তানির প্রায় ৬০ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যে।

মন্ত্রী জানান, ভারত—যুক্তরাজ্য কমপ্রিহেনসিভ ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং উভয় দেশের অনুমোদনের পর এটি কার্যকর হবে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাজ্য ভারতের সকল টেক্সটাইল পণ্যে শূন্য শুল্ক প্রদান করবে।

মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ বলেন, এই এফটিএ/পিটিএগুলির লক্ষ্য হলো শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা হ্রাস করা, বাণিজ্য প্রক্রিয়া সহজ করা এবং কাঠামোগত সমস্যাগুলি সমাধান করা, যাতে ভারতের রপ্তানিবিশেষ করে টেক্সটাইলআন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে। তিনি বলেন, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম টেক্সটাইল বাজার হওয়ায় এই দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্পের প্রতিযোগিতা-ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed tender of rate in paper from the interested bidders having all relevant documents for water dispenser & RO water purifier at various GP/VC of Kalyanpur RD Block. The notice is only to provide most preliminary information to the interested bidders as follows mention given below:

Sl No	Name of Item Required	Quantity	Specification	Quoted unit Rate as per including all Tax/GST	Total(RS)
1	Water Dispenser	1 No	New Universal Hot & Cold Normal Table Top water Dispenser	Rs. (Rupees..............................) only	Rs.
2	RO Water Purifier	1 No	Kent/Aquaguard Electronic water purifier RO,above 50 LPH upto 100 LPH storage tank	Rs. (Rupees..............................) only	Rs.

The Bidders are to submit all documents and earnest money of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand) only along with the tender copy(amount to be submitted in the shape of DD/Cheque in favour of "The Block Development Officer, Kalyanpur RD Block, Khowai Tripura" drawn on any Nationalized Bank of India & payable at TGB, Kalyanpur Branch, Khowai Tripura).

Tax Registration of the Firm/shop(photocopy), PAN card(photocopy), GST registration(photocopy) Clearence(Photocopy), AADHAR card(photocopy, Trade license(Photocopy) etc. as the evidence of valid bidder any incomplete Tender will summarily be rejected.

The Tender box will be kept opened for dropping of Tender by the intending Tender/bidder in the office chamber of the undersigned from 15/12/2025 to 21/12/2025 (between 10 AM to 3 PM in working days only) and the box will be opened on 22/12/2025 at 3.00 PM (if possible). The bidders/Tenderer are requested to remain to remain present during the tender opening.

ICA/C/ 3426/25

Block Development Officer
Kalyanpur R D Block Khowai District, Tripura

শুক্রবার আগরতলায় সন্তোষ ট্রফির আয়োজন করা হয়।

কাজের সন্ধান

অনলাইনের মাধ্যমে ১,৭৮৫ এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেল মন্ত্রকে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টিহলেও সাউথ-ইস্টার্ণ রেল বা দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েতে ১,৭৮৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর ও আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা সাউথ-ইস্টার্ণ রেলওয়ে বা দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর, সাতরাগাছি, চক্রধরপুর, টাটা, সিনি, বণ্ডামুণ্ডা, আদ্রা, রাঁচী ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতি তথা বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৬-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই সাইটে রেলওয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -এসইআর/ পি-এইচকিউ/ আরআরসি/ পিইআরএস/ অ্যাক্টএপ্রেন্টিস/ ২০২৫-২৬/ তারিখ ১৪ নভেম্বর, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — খড়্গপুর ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮২টি, ওবিসি'র জন্য ৯৮টি, এসসি'র জন্য ৫৩টি, এসটি'র জন্য ২৭টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সাতরাগাছি ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮টি, ওবিসি'র জন্য ১০টি, এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। চক্রধরপুর ডিভিশনে মোট আসন ৯৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৭টি, ওবিসি'র জন্য ২৫টি, এসসি'র জন্য ১৩টি, এসটি'র জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। টাটা ডিভিশনে মোট আসন ৭২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৭টি, ওবিসি'র জন্য ১৯টি, এসসি'র জন্য ১০টি, এসটি'র জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সিনি ডিভিশনে মোট আসন ১০০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৫১টি, ওবিসি'র জন্য ২৫টি, এসসি'র জন্য ১৭টি, এসটি'র জন্য ৭টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। বণ্ডামুণ্ডা ডিভিশনে মোট আসন ৫০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৪টি, এসসি'র জন্য ৬টি, এসটি'র জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। আদ্রা ডিভিশনে মোট আসন ৬৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৩টি, ওবিসি'র জন্য ১৮টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য ডিভিশন, ওয়ার্কশপ, ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটাগরি অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা অর্থাৎ ও.আই.সি.এল-এ **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিতে **একাউন্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* অয়েল কর্পোরেশনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ, লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারিতে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে ব্যাঙ্কে **ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে লোকোমেটিভে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদের অধীনে **অফিসার, করণিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট-এর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিসিএম পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪১১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, অধিকনম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল টেকনিক্যাল মন্ত্রকে বিশেষ করে রাইটস-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, আই টি) ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইটারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **ডিফেন্স সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৯-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে, তারিখ ১২ এপ্রিল।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে **এনডিএ, এনএ-ওয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য, বয়স ঃ ১৬.৫-১৯.৫ বছর, অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, ১২ এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (ও.আই.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **একাউন্ট্যান্ট, স্টেনো (হাইওয়ে অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (অয়েল কর্পোরেশন),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ, লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারিতে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক (ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক, লোকোমেটিভ),**
শূন্যপদ ঃ ২২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার, করণিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় পর্ষদ),**
শূন্যপদ ঃ ১২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট-এর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৯৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিসিএম পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪১১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (রেল টেকনিক্যাল),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, আই টি) ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইটারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি,
যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৯-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে, তারিখ ১২ এপ্রিল।

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-ওয়ান (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য,
বয়স ঃ ১৬.৫-১৯.৫ বছর,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
১২ এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে।

ইন্ডিয়ান অয়েলে চাকরির লক্ষ্যে ২৭৫৬ এপ্রেন্টিস, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৭৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ বিশেষ করে সারা দেশ জুড়ে, দেশের প্রায় সব কয়টি রাজ্যে টেকনিক্যাল এবং নন্-টেকনিক্যাল ট্রেডে এপ্রেন্টিস হিসেবে ২,৭৫৬ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। নিয়োগের সময় শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। আইওসিএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৮-১১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'আই.ও.সি.এল'-এর ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। সারা দেশের সবকটি ডিভিশনের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ করে ৯টি রিফাইনারি ডিভিশনের জন্য সাধারন প্রার্থী এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বা ডিভিশন ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন আইওসিএল-এর ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আইওসিএল/ জিআর/ পি/ এপিপি/ ২০২৫-২৬, তারিখ ২৮ নভেম্বর, ২০২৫।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। সময় দুই ঘন্টা। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতি তথা লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীরা নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

অনলাইনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকের লোকোমেটিভ ওয়ার্কশপে ২২৫

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে সহস্রাধিক হলেও রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এ ২২৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর। মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এর ক্ষেত্রে বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা যে-কোনও একটির ট্রেডের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২২ ডিসেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২২-১২-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - পিএলডব্লিও/ ০০১/ ২০২৫-২৬/ এপ্রেন্টিস। তারিখ ০১ ডিসেম্বর, ২০২৫। মোট শূন্যপদের সংখ্যা ২৫০টি। এর মধ্যে ৩৪টি এসসি'র জন্য, ১৭টি এসটি'র জন্য, ৬১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১১৩টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৯টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের এবং ৮টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — আইটিআই ট্রেড আসন অনুযায়ী ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদের সংখ্যা ১২০টি। এর মধ্যে ১৮টি এসসি'র জন্য, ৯টি এসটি'র জন্য, ৩২টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৬১টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৫টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ট্রেড মেকানিক (ডিজেল), শূন্যপদের সংখ্যা ২৫টি। এর মধ্যে ৪টি এসসি'র জন্য, ২টি এসটি'র জন্য, ৭টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১২টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ট্রেড মেশিনিস্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ১২টি। এর মধ্যে ২টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ৩টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৬টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ট্রেড ফিটার, শূন্যপদের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে ৭টি এসসি'র জন্য, ৪টি এসটি'র জন্য, ১৪টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৫টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড ওয়েল্ডার, শূন্যপদের সংখ্যা ১৮টি। এর মধ্যে ৩টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ৫টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৯টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত।

শীত আসতেই আগরতলা এসে গেল রসালো ফল কমলা।

সুপারস্টার রজনীকান্তের ৭৫তম জন্মদিন ‘জেলার ২’-এর সেটেই উদযাপন

চেন্নাই, ১২ ডিসেম্বর: পরিচালক নেলসনের বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন থ্রিলার জেলার ২-এর শুটিং সেটেই শুক্রবার নিজের ৭৫তম জন্মদিন উদযাপন করলেন সুপারস্টার রজনীকান্ত। ছবিটিতে তিনি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, রজনীকান্ত নিজের ভ্যানিটি ভ্যান থেকে বের হয়ে কেক কাটার স্থানে আসছেন। সেখানে পরিচালক নেলসনসহ নির্মাণ ইউনিটের মূল সদস্যরা তাকে শুভেচ্ছা জানান। সংক্ষিপ্ত কেক কাটার পর রজনীকান্ত নেলসনকে কেক খাওয়ান এবং পরে আবার ভ্যানে ফিরে যান।

এর আগে, চলতি বছরের মে মাসে রজনীকান্ত বলেছিলেন যে ‘জেলার ২’-এর কাজ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। চেন্নাই বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি জানান, জেলার’-এর প্রথম পার্ট বিপুল সাফল্য পায়, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬৫০ কোটি আয় করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সিক্যুয়েল নিয়ে ভক্তদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

‘জেলার ২’-এর শুটিং শুরু হয় চেন্নাইতে, ১০ মার্চ সান পিকচার্স আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এরপর প্রকাশিত টিজারযা একই সঙ্গে রসিক ও রোমাঞ্চকরফিল্মটি নিয়ে উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দেয়।

অভিনেত্রী রাম্যা কৃষ্ণন আত্তাপ্পাডিতে শুটিং শুরু করার দিন লিখেছিলেন ২৬ বছর পদযাপ্পা, আর আজ জেলার ২—এর প্রথম দিনের শুট। তিনি ছবিতে বিজয়া পাণ্ডিয়ান (ভিজি) চরিত্রে রয়েছেনরজনীকান্ত অভিনীত মুধুভেল পাণ্ডিয়ানের স্ত্রী।

অভিনেত্রী মীর্না যিনি স্বেতা পাণ্ডিয়ান রজনীকান্তের পুত্রবধূর চরিত্রে আছেনসিক্যুয়েলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

ইন্ডিগো বিমান বাতিল সমস্যা, ডিজিসিএ থেকে বরখাস্ত ৪ ফ্লাইট অপারেশন ইনস্পেক্টর

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: চলমান ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল পরিস্থিতির মধ্যে, সিভিল এভিয়েশনের শীর্ষ সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন থেকে চারজন ফ্লাইট অপারেশন ইনস্পেক্টর তাদের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এক শর্তাধীন সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, “সম্প্রতি ইন্ডিগো সংকটের প্রেক্ষিতে এই এফওআইদের ডিজিসিএ-র সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হলো। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই কর্মকর্তা-গণ তাদের মূল সংস্থায় যোগদান করতে ডিজিসিএ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন।

বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন:, ঋষি রাজ চট্টোপাধ্যায়, কনসালট্যান্ট, সীমা ঝামনানি, সিনিয়র এফওআই, অনিল কুমার পোখরিয়াল, কনসালট্যান্ট, এবং প্রিয়ম কৌশিক, কনসালট্যান্ট। এফওআইদের কাজ হলো বিমান সংস্থার নিরাপত্তা, পাইলট প্রশিক্ষণ এবং অপারেশনাল কমপ্লায়েন্স তদারকি করা।

ভারতে জইশ-ই-মোহাম্মদের নতুন কৌশল: ‘প্রক্সি মডিউল’-এর মাধ্যমে নিম্ন-প্রোফাইল সন্ত্রাস

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : ফারিদাবাদ মডিউল এবং পরবর্তী দিল্লি লালকেল্লা বিস্ফোরণের তদন্তে জানা গেছে, জইশ-ই-মোহাম্মদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ‘প্রক্সি মডিউল’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছিল। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, এই মডিউলে সন্ত্রাসী দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সরাসরি হস্তক্ষেপ সীমিত, এবং মডিউলের সদস্যরা মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে। একজন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কর্মকর্তার মতে, প্রক্সি মডিউলে সন্ত্রাসী দলের সংযোগ থাকে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেযেমন বিস্ফোরক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেওয়া। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, ফারিদাবাদ মডিউল প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভরভাবে কাজ করেছিল। এতে মডিউল গঠন, র‍্যাডিকালাইজেশন, নিয়োগ, অস্ত্র সংগ্রহ এবং লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অধিকর্তারা জানিয়েছেন, ফারিদাবাদ মডিউলকে ‘জইশ-অনুপ্রাণিত’ বা আংশিকভাবে সংযুক্ত বলা যেতে পারে। জইশের ভূমিকা সীমিত ছিলমূলত মডিউল গঠন ও পরিচালনা, এবং প্রাথমিক প্রচারণা সামগ্রী সরবরাহ। শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে মডিউল সদস্যদের যোগাযোগ ছিল সীমিত।

একজন কর্মকর্তা বলেন, এই ধরনের মডিউল ভবিষ্যতে আরও দেখা যাবে। যদি ফারিদাবাদ মডিউলটি ধ্বংস না করা হতো, তাহলে আইএসআই দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের মডিউল দ্রুত তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিল।

পাকিস্তানের জন্য এই মডিউলগুলি সুবিধাজনক। অর্থ সরাসরি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ‘স্ব-অনুপ্রাণিত প্রক্সি মডিউল’ নিজেরাই তহবিল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করবে। এছাড়া এটি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসের দায় অস্বীকারের সুযোগও দেয়।

মোদি সরকারের সন্ত্রাস নীতি পরিবর্তনের পর, যেখানে সন্ত্রাসকে সীমান্ত পার হওয়া হামলা হিসেবে নয়, বরং যুদ্ধের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এই ধরনের মডিউল পাকিস্তানকে ভারতের সন্ত্রাস ঘটনার ‘অভ্যন্তরীণ ঘটনা’ হিসেবে দেখানোর সুযোগ দেয়।

এক কর্মকর্তা জানান, একই ধরনের মডিউল জম্মু-কাশ্মীরেও তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। সীমান্তে অনুপ্রবেশ কঠিন হওয়ায় এবং হিজবুল মুজাহিদিনের মতো ঘরোয়া সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পুনরায় সক্রিয় করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আইএসআই ‘স্ব-অনুপ্রাণিত’ মডিউলগুলিতে নজর দিয়েছে।

গোয়েন্দারা বলছেন, সমস্যা মূলত ব্যাপক অনলাইন প্রচারণা। ইসলামী রাষ্ট্রের ‘লোন উলফ’ মডেলের মতো, শুধু প্রচারণাই দেওয়া হয়, মূল কাজ নিজস্বভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি করে। ফারিদাবাদ মডিউলেও এমন ঘটনা ঘটেছে।এই ধরনের মডিউলে যুক্ত রয়েছে শিক্ষিত, দক্ষ এবং ডার্ক ওয়েব পরিচালনায় সক্ষম ‘হোয়াইট-কলার’ অপরাধী, যারা তহবিল সংগ্রহ এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করতে সক্ষম।গোয়েন্দারা সতর্ক করে জানিয়েছেন, যদিও ফারিদাবাদ মডিউল ধ্বংস করা হয়েছে, জইশ এবং সমর্থকরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবারও এই ধরনের প্রক্সি মডিউল তৈরি করার চেষ্টা করবে।

দিল্লির বায়ু স্তর খুবই খারাপ’, লোকসভায় উদ্বেগ প্রকাশ রাহুল গান্ধীর, শহর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা চাইলেন সরকার

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার লোকসভায় বায়ু দূষণের তীব্রতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে বায়ু মান উন্নয়নে সময়নিষ্ঠ ও ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকারকে আহ্বান জানান।

রাহুল গান্ধী বলেন, আমাদের অধিকাংশ শহর বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা।

লক্ষ লক্ষ শিশু ফুসফুসের রোগে ভুগছে, মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে, এবং বৃদ্ধরা শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত। তিনি সমস্যাটিকে রাজনৈতিক দলনেতাদের মধ্যে সর্বসম্মত উদ্বেগের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, এই ইস্যুতে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। গান্ধী যৌথ কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেন।

গান্ধী অবিলম্বে সংসদে আলোচনা করার দাবি জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উচিত প্রতিটি শহরের জন্য একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করা, যাতে পরবর্তী পাঁচ থেকে দশ বছরে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে পারিযদিও সমস্যা একবারে পুরোপুরি সমাধান সম্ভব নয়।”সিসিবির অনুযায়ী, সকাল ৭টায় দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৩৩১ এ পৌঁছায়, যা ‘খুবই খারাপ’ স্তরে রয়েছে। জাহাঙ্গীরপুরি ছিল সবচেয়ে দূষিত এলাকা, কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪০৫, যা ‘তীব্র’ অঞ্চলে চিহ্নিত হয়েছে।দিনের শুরুতে কংগ্রেস পার্টি লোকসভা সাংসদদের একটি সভা আয়োজন করে, যা রাহুল গান্ধীর সভাপতিত্বে হয়। তিরুভনন্তপুরম সাংসদ শশী থারুর অনুপস্থিত ছিলেন।

সভায় সাংসদদের পার্টির বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে ব্রিফ করা হয়। পার্টি নেতাদের মতে, রাহুল গান্ধী “পুরো বিশ্বের সামনে ভোট চুরির সত্য উন্মোচন করেছেন” এবং সাংসদদের সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। রাহুল গান্ধী আগামী রবিবার (ডিসেম্বর ১৪) দিল্লির রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেসের বড় র‍্যালি “ঐতিহাসিক” এবং ন্যায়সংগত, স্বচ্ছ নির্বাচনের লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উল্লেখ করেন। সাংসদদের উক্ত র‍্যালিতে দৃঢ় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।সভাটি শুরু হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের স্মরণে দুই মিনিট নীরবতা পালন করে। নেতারা তাঁকে মর্যাদাশীল, নৈতিক ও নিবেদিতপ্রাণ জনসেবক হিসেবে স্মরণ করেন, যিনি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

নিরাপত্তা বিধি মেনে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ম্যাচের অনুমতি: উপ-মুখ্যমন্ত্রী শিভকুমার

কর্ণাটক, ১২ ডিসেম্বর কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিভকুমার ঘোষণা করেছেন যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পর বেঙ্গালুরুর এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পুনরায় ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বেলগাভির সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমরা নিরাপত্তাকে মাথায় রেখে এবং বেঙ্গালুরুর সুনাম বজায় রাখতে স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দিয়েছি।

তিনি আরও জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি. পরমেশ্বরাকে পুরো ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি ভেঙ্কটেশ প্রসাদ ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সব সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।

শিভকুমার জানান, বেঙ্গালুরুর ভাবমূর্তি অটুট রাখতে এবং কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করতেই এই সিদ্ধান্ত।

সূত্রের বরাতে জানা গেছে, কর্ণাটক মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার রাতে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ২০২৬ আইপিএলসহ সকল আসন্ন ম্যাচ আয়োজনের অনুমোদন দিয়েছে।

বেলগাভিতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে মাইকেল ডি কুনহা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেএসসিএ ও স্বরাষ্ট্রদপ্তর যৌথভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি বৈঠকে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নির্ধারণ হবে।

এই সিদ্ধান্ত আসে গত জুলাইয়ে আরসিবির জয় উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে পদদলিত হয়ে ১১ জন দর্শকের মৃত্যুর পর স্টেডিয়ামে ম্যাচ স্থগিত থাকার প্রেক্ষাপটে। নিরাপত্তাজনিত কারণে এক মহিলাদের বিশ্বকাপ ম্যাচও এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ৪ জুন ঘটে যাওয়া ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে স্টেডিয়ামে আর কোনো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি।নবনির্বাচিত সভাপতি ও প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা বেলগাভিতে শিভকুমারের সঙ্গে বৈঠক করার পরই এ ঘোষণা আসে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে ম্যাচ পুনরায় শুরু করার আবেদন জানিয়েছিলেন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার শিবির আয়োজিত এক ডিনারের পাল্টা হিসেবে শিভকুমারের উপস্থিতি নিয়ে তৈরি হওয়া জল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, স্থানীয় মানুষ ও কংগ্রেস পরিবারের সদস্যরা ভালোবেসে আমন্ত্রণ জানানএটা কোনো আনুষ্ঠানিক ভোজ নয়। ভালোবাসার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বে থাকা শিভকুমার জানান, তিনি ও অন্যান্য নেতারা প্রায়ই স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় কর্মীদের পরিবার থেকে এই ধরনের আমন্ত্রণ পান।

সুপ্রিম কোর্ট অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করলো আরটিই প্রয়োগের পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন, জরিমানা ধার্য ১ লাখ টাকা

নতুনদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার সেই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা সংখ্যালঘু পরিচালিত মাদ্রাসা এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরটিই (রাইটস টু এডুকেশন) আইন কার্যকর করার দাবি জানিয়েছিল।

বেঞ্চের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি বিভি. নগারাথনা। বেঞ্চে আরও ছিলেন বিচারপতি বর মাহাদেবন। তারা মামলাটি শুনানির অযোগ্য ঘোষণা করেন, পিটিশনারকে ১ লাখ টাকার জরিমানা ধার্য করেন এবং কড়া সমালোচনা করেন যে, সংবিধান বেঞ্চের ২০১৪ সালের ’প্রমতি এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল ট্রাস্ট বনাম ইন্ডিয়া ইউনিয়ন”’ রায় চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, আরটিই আইন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য নয়।

বেঞ্চ মন্তব্য করে, আপনি সুপ্রিম কোর্টকে এভাবে লক্ষ্য করতে পারবেন না। আমরা রাগান্বিত। কীভাবে একটি রায়কে রাইট পিটিশনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা যায়? এমন মামলা দায়ের করে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। আমরা মাত্র ১ লাখ টাকার জরিমানা ধার্য করছি, অবমাননার মামলা দায়ের করছি না।

এই পিল, সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে দায়ের করা হয়েছিল। পিটিশনটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরটিই আইনের ১২(১)(সি) ধারা থেকে দেওয়া ছাড়ের পুনর্বিবেচনা দাবি করেছিল। ধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্কুলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও পেছনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২৫ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক।

পিটিশনকারীর যুক্তি ছিল, রায় এক শ্রেণির শিশুদের মৌলিক শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে” এবং শিক্ষাক্ষেত্রে “পার্থক্যপূর্ণ, বিভাজিত ব্যবস্থা” তৈরি করেছে। সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভর্তি করে, কিন্তু আইনানুগ ও সংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এড়ায়।

পিটিশনে আরও বলা হয়, এ ধরনের প্রথা “প্রতারণাপূর্ণ বৈষম্য” সৃষ্টি করে যা সংবিধানের ১৪, ১৫(৪) এবং ২১এ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন সীমাহীন বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করার লাইসেন্স হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

উল্লেখ্য, অক্টোবর মাসে একটি পৃথক পিল সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিসের কাছে পাঠানো হয়েছিল, যা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসহ ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সকল স্কুলে টেট বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ চেয়েছিল।

কলকাতায় গৃহবধূর ওপর হামলা, যুবক গ্রেফতার

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কলকাতা কমিশনার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে কলাকাতায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে মায়ের ওপর হামলা চালানোর, তাঁকে নগ্ন করে শহরের উত্তর কলকাতার রেড-লাইট এলাকায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগে। ঘটনা ঘটে ঘরোয়া বিবাদের সূত্রে। গ্রেফতারকৃতের নাম ভাস্কর ধর। তিনি উত্তর কলকাতার বরানগরে মা ও ছোট বোনের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর বোন কলেজে পড়াশোনা করছেন।

পুলিশের বরাত দিয়ে জানা যায়, ঘটনার সূচনা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি ঝগড়া থেকে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ভাস্কর বাড়িতে এক এস্কোর্ট নিয়ে আসেন এবং তাঁকে বাড়িতেই সময় কাটাতে চান। মা তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, এমন আচরণ বাড়ির পরিবেশের জন্য অগ্রহণযোগ্য। ছোট বোনও বিরোধ প্রকাশ করেন, যা বাড়ির পরিবেশকে প্রভাবিত করবে। এর ফলে ঝগড়া তীব্র আকার নেয়।

পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ঝগড়া তীব্র হওয়ার পর ভাস্কর সহিংস হয়ে ওঠেন। তিনি প্রথমে মাকে মারধর করেন, জোরপূর্বক শাড়ি খুলে দেন এবং সেই দৃশ্য মোবাইল ফোনে রেকর্ড করেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, এরপর তিনি মাকে বাড়ি থেকে বের করে শহরের রেড-লাইট এলাকায় ফেলে দেন। মা পুলিশকে জানান, ফেলে দেওয়ার আগে ভাস্কর তাঁকে একটি বাথহাউস মালিকের কাছে দিতে হুমকি দিয়েছিলেন। মারাত্মক এই ঘটনা ঘটেছিল মঙ্গলবার গভীর রাতে। মহিলা বুধবার সকালে নিজ বাড়িতে ফিরে আসতে সক্ষম হন। প্রতিবেশীরা তাঁকে খুঁজে পান দুঃখী এবং অস্থির অবস্থায়। তাকে নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি স্থানীয় থানায় গিয়ে ঘটনার বিবরণ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি ঘটনার বর্ণনা দিতে দিতে কাঁদছিলেন এবং অভিযোগের প্রকৃতি তদন্তকারীদেরকেও চমকিত করেছে। মায়ের বিবৃতির পরই পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে ভাস্করকে গ্রেফতার করে। তদন্ত এখনও চলছে। পুলিশ অভিযোগে উল্লেখিত মোবাইল রেকর্ডিং, অন্যান্য পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীদের সাক্ষ্য নিয়ে ঘটনার পুরো ক্রম নির্ধারণ করবে।

প্রয়াত শিবরাজ পাটিল

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। তাঁর সঙ্গে আমার বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে, কয়েক মাস আগেও তিনি আমার বাসভবনে এসেছিলেন। শোকের এই সময়ে তাঁর পরিবারের প্রতি রইল আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক্স-এ শোকবার্তায় বলা হয়েছে, কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সাবেক লোকসভা স্পিকার শিবরাজ পাটিল জির মৃত্যু অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করুন। তাঁর পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর প্রয়াণ কংগ্রেস পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

গাঁজা সহ আটক

● প্রথম পাতার পর

গেল আন্তঃরাজ্য মাদক চক্রের ছক।

তল্লাশি চালাতে গিয়ে পুলিশ গাড়িতে যাত্রী সেজে বসে থাকা চার মহিলার ব্যাগ এবং গাড়ির বিভিন্ন গোপন চেম্বার থেকে একের পর এক ছোট-বড় মোট ২৪টি প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে।যার মোট ওজন প্রায় ২০ কেজি, যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৬ লাখ টাকা।

আটকদের মধ্যে চারজনই বিহার রাজ্যের বাসিন্দাধৃতরা যথাক্রমে মংলি দেবী (২৮),কবিতা দেবী (৩৫),অনিতা দেবী (৩৮),সুতুর কুমারী (৩০)।এছাড়া গাড়ির চালক হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছেন ত্রিপুরার উত্তর জেলার ধর্মনগর—হাফলং এলাকার বাসিন্দা সন্দীপ মালাকার (৩০)।

চুরাইবাড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ দেবব্রত বিশ্বাস জানান, অত্যন্ত কৌশলে ব্যাগের নিচে ও গাড়ির বিভিন্ন ফাঁক—ফোঁকর, ড্যাশবোর্ড ও সিটের নিচের গোপন অংশে প্যাকেটগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রথমে যাত্রী সেজে থাকা হওয়ায় সন্দেহ কম ছিল, কিন্তু পুলিশের তল্লাশি দল গাড়ির আচরণে অসঙ্গতি টের পেয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালায়।

তিনি জানান, “গাঁজাগুলি মহিলাদের ব্যাগ সহ অল্টো গাড়ির বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লুকানো ছিল। আটক পাঁচজনই এই পাচারচক্রের সাথে জড়িত বলে নিশ্চিত।”

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা আমবাসা অঞ্চল থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে বিহারের দিকে পাচারের পরিকল্পনা করেছিল। দীর্ঘদিন ধরেই এই রুট ব্যবহার করে পাচারচক্র সক্রিয় ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। ইতিমধ্যেই চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করেছে এবং ধৃতদের ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক মাদক—বিরোধী অভিযান সফল হওয়ায় সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আগামীতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অটো চালকের অসাবধানতার জেরেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

জুবিনে মাতলো

● প্রথম পাতার পর

ঊর্ধতন আধিকারিক। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী।

জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন এবং সুরের জাদুসব মিলিয়ে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট ২০২৫—এর আজকের সমাপনী অনুষ্ঠান পরিণত হল এক স্মরণীয় সন্ধ্যায়।

তবে, এদিন মাঠে পুলিশের লাঠির ঘায়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ভিড়ের ঠেলায় কয়েকজন অসুস্থ হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যেতেও হিমসিম খেতে হয়েছে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে পর্যটন মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আগামী বছর আরো বড় আকারে আয়োজন করা হবে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ট্যুরিজমের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর তথা দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী (ডা.) সাহা বলেন, রাজ্যে পর্যটনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে। একে কাজে লাগাতে হবে। পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের জাতি জনজাতিদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। রাজ্য পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সৌরভ গাঙ্গুলি ভাষণে বলেন, রাজ্যের অন্যতম পর্যটন স্থান ছবিমুড়ার অপরূপ দৃশ্য বিশ্বে খুব কম দেখা যায়। রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যের পর্যটন ক্রমশ উন্নয়নের পথে এগুচ্ছে। বর্তমান পর্যটনমন্ত্রীর উদ্যোগে এই ধারা বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ। অনুষ্ঠানে বাঙালি সহ রাজ্যের ১৯টি জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের দ্বারা ফ্যাশন শো”র আয়োজন করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানের অতিথিগণ ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের লোগোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সিপিএম সন্ত্রাসী

● প্রথম পাতার পর

কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। ডাঃ সাহা আরো বলেন, সবাই যদি শান্তি চায় তাহলে বর্তমান সরকার রাজ্যে শান্তি নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষিণ জেলায়, সিপিএম-এর সময়ে প্রায় ৬৯ জন খুন হয়েছিলেন। এটিটিএফ এখানে গণহত্যা চালায়। সন্ত্রাসবাদীদের মূলধারায় আনতে এবং উত্তর-পূর্বে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রায় ১২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যে সন্ত্রাসবাদীরা মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, সহিংসতা সৃষ্টি করেছে তাদের রেহাই দেওয়া হবে না। এখনও কিছু সন্ত্রাসী, মুখোশ পরে, মানুষের জন্য কাজ করার ভান করে, কিন্তু ঈশ্বর সব দেখছেন। আমাদের সরকার তাদের শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে যাবে। কমিউনিস্টরা রাজ্যে জঙ্গলরাজ তৈরি করেছিল। যে কংগ্রেস একসময় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ছিল, এখন তাদের সঙ্গে একসঙ্গে নির্বাচনে লড়েছে। বিজেপি একের পর এক জয়লাভ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে এই সময়ের মধ্যে, ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে সরকার। আমরা বন্দুক ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে রাজনীতি করতে দেব না। আমরা নতুন ত্রিপুরা গড়ব। কল্যাণপুরে নিহতদের প্রতি কমিউনিস্টরা কখনো শ্রদ্ধা জানায়নি। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই মামলাগুলি নতুনভাবে পুনরায় খোলার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি হাইকোর্টে আবেদন করব।

এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যানী সাহা রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস, খোয়াই জেলার সভাপতি বিনয় দেববর্মা, বিএসি চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, কল্যাণপুর মন্ডল সভাপতি নিতাই বল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে।(৪) হাউসলিস্টিং ব্লক(এইচএলবি) ক্রিয়েটর ওয়েব ম্যাপ অ্যাপ্লিকেশন: ২০২৭ সালের আদমশুমারির জন্য আরেকটি উদ্ভাবন হল এইচএলবি ক্রিয়েটর ওয়েব ম্যাপ অ্যাপ্লিকেশন, যা দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা ব্যবহার করবেন।(৫) জনসাধারণকে স্ব-গণনার মত বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।(৬) এই বিশাল ডিজিটাল প্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করা হবে।(৭) ২০২৭ সালের আদমশুমারিতে দেশব্যাপী সচেতনতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ, শেষ মাইলের সাথে সম্পৃক্ততা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য সহায়তার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত এবং বিস্তৃত প্রচার প্রচারণা থাকবে। এটি সুসংহত এবং কার্যকর প্রচার প্রচেষ্টা নিশ্চিত করে সঠিক, খাঁটি এবং সময়োপযোগী তথ্য ভাগ করে নেওয়ার উপর জোর দেবে। (৮) রাজনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ৩০শে এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের বৈঠকে আসন্ন আদমশুমারি অর্থাৎ ২০২৭ সালের আদমশুমারিতে বর্ণ গণনা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের দেশে বিশাল সামাজিক ও জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য এবং সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলির সাথে, ২০২৭ সালের আদমশুমারি দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ জনসংখ্যা গণনা (পিই) ইলেকট্রনিকভাবে বর্ণ তথ্য সংগ্রহ করবে।

(৯) আদমশুমারি কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের জন্য গণনাকারী, তত্ত্বাবধায়ক, মাস্টার প্রশিক্ষক, চার্জ অফিসার এবং অধ্যক্ষ/জেলা আদমশুমারি অফিসার সহ প্রায় ৩০ লক্ষ মাঠ পর্যায়ের কর্মীকে মোতায়েন করা হবে। সমস্ত আদমশুমারি কর্মীদের তাদের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই কাজটি করার জন্য উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে।

এর বর্তমান প্রচেষ্টা হবে আসন্ন আদমশুমারির তথ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারা দেশে উপলব্ধ করা। আরও কাস্টমাইজড ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামের সাহায্যে আদমশুমারির ফলাফল প্রচারেরও প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। এরজন্য সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট অর্থাৎ গ্রাম/ওয়ার্ড স্তর পর্যন্ত সকলের কাছে তথ্য ভাগাভাগি করা হবে। ২০২৭ সালের আদমশুমারি সফলভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য, স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় ১৮,৬০০ কারিগরি জনবলকে প্রায় ৫৫০ দিনের জন্য নিযুক্ত করা হবে। এতে প্রায় ১.০২ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হবে। তদুপরি, দায়িত্বপ্রাপ্ত/জেলা/রাজ্য পর্যায়ে কারিগরি জনবলের ব্যবস্থা করার ফলে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কারণ এর কাজের প্রকৃতি ডিজিটাল ডেটা পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয়ের সাথে সম্পর্কিত হবে। এরফলে ভবিষ্যতে এই ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধিতেও সহায়তা হবে। ২০২৭ সালের আদমশুমারি হবে দেশের ১৬তম এবং স্বাধীনতার পর ৮ম আদমশুমারি। গ্রাম, শহর এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রাথমিক তথ্যের সবচেয়ে বড় উৎস হল আদমশুমারি, যা আবাসন অবস্থা; সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ, জনসংখ্যা, ধর্ম, তপশিলি জাতি ও জনজাতি, ভাষা, সাক্ষরতা ও শিক্ষা, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, অভিবাসন এবং উর্বরতা সহ বিভিন্ন পরিমিতি সম্পর্কে ক্ষুদ্র স্তরের তথ্য প্রদান করে। ১৯৪৮ সালের আদমশুমারি আইন এবং ১৯৯০ সালের আদমশুমারি বিধিমালা আদমশুমারি পরিচালনার জন্য আইনি কাঠামো প্রদান করে থাকে।

অন্ধ্রপ্রদেশে বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারামা রাজু জেলায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় অন্তত আটজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার তিনি নিহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এক্স-এ পোস্ট করে জানায়, অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারামা রাজু জেলায় বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে আমরা মর্মাহত। এই কঠিন সময়ে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।

দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

শুক্রবার ভোরের দিকে চিন্তুর—নারেদুমিল্লি ঘাট রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তীক্ষ্ণ বাঁক ও দুর্গমতার জন্য পরিচিত এই রাস্তায় ৩৭ আরোহী (যার মধ্যে দুইজন চালকও ছিলেন) নিয়ে বেসরকারি একটি বাস গভীর খাঁদে পড়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালক একটি বাঁক ঠিকমতো নিতে না পারায় বাসটি সেফটি ওয়ালে ধাক্কা খেয়ে খাদে গড়িয়ে পড়ে।

চিত্তুর জেলার তীর্থযাত্রীদের দলটি তেলেঙ্গানার ভদ্রাচলম মন্দির দর্শনের পর কাকিনাডার অন্নাভরম মন্দিরের উদ্দেশে যাচ্ছিল।

ঘটনাস্থলটি দুর্গম হওয়ায় উদ্ধারকাজে বিলম্ব হয়। এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় দুর্ঘটনার খবর প্রথমে দেরিতে পৌঁছায় মথুগুড়া থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজে নেমে পড়ে। আটজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আহতদের চিন্তুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাঁচটি পুলিশ গাড়ি ও তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স উদ্ধারকাজে অংশ নেয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে দ্রুত রিপোর্ট তলব করেন। আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এবং নিহতদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন তিনি।

ওড়িশায় আগামী দুই সপ্তাহ জুড়ে শীতের দাপট বজায় থাকবে: আবহাওয়া দফতর

ভুবনেশ্বর, ১২ ডিসেম্বর: ওড়িশাজুড়ে তীব্র শীতপ্রবাহ বইছে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাভাবিকের তুলনায় ৫-৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গেছে তাপমাত্রা। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের একটি অংশে তাপমাত্রা নেমে এসেছে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসেযা এ মরসুমে এই প্রথম। আগামী দুই সপ্তাহ এমনই শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদফতর।

আইএমডি-র বিজ্ঞানী উমা শঙ্কর দাস জানিয়েছেন, সম্প্রসারিত পূর্বাভাস অনুযায়ী পরবর্তী দুই সপ্তাহ জুড়েই শীতের তীব্রতা বজায় থাকবে এবং শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এক্স-এ তাঁর পোস্টে তিনি লেখেন, আগামী দুই সপ্তাহের জন্য শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। দু'সপ্তাহেই শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

আইএমডি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সেমিলিগুডায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসেএ মরসুমের এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন।

জি উদয়গিরিতেও তাপমাত্রা নেমেছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা এই অঞ্চলের সবচেয়ে ঠান্ডা রাত হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। এছাড়া ওড়িশার ১৬টি শহরে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি বা তার নিচে রেকর্ড করা হয়েছে।

১২ ডিসেম্বরের আইএমডি তথ্য অনুযায়ী, ফুলবানি-তে ন্যূনতম তাপমাত্রা ছিল ৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, চিপিলিমায় ৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাউরকেলায় ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঝাড়সুগুড়ায় ৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দারিংবাড়িতে তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ভবানীপাতনায় ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ নেমে এসেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মণিপুরের সেনাপতি জেলায় উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

ইম্ফল, ১২ ডিসেম্বর: মণিপুরের সেনাপতি জেলায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ ছয়টি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন এবং পাঁচটি নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

উদ্বোধিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল (২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে), দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র উন্নত করা (১০ কোটি টাকা ব্যয়ে) এবং দুটি বেইলি ব্রিজ নির্মাণ (১১ কোটি টাকা ব্যয়ে)। এছাড়া প্রকল্পগুলোর মধ্যে আছে ছাত্রী ও ছাত্র হোস্টেল, পুলিশিং ও জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, সম্প্রদায় ও উপজাতি, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ।

সেনাপতি জেলা সদর পৌঁছানোর পর রাষ্ট্রপতি অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তিনি মারাম উপজাতির নেতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন, যা মণিপুরে বিশেষভাবে সংবেদনশীল উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি বলেন, পিএম উদ্যোগের আওতায় সহ উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য একাধিক কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। এটি তাদের জীবনের মান উন্নত করবে। তিনি উল্লেখ করেন, মণিপুরের উপজাতিদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং সুযোগের প্রসার জাতীয় অগ্রাধিকার।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, মণিপুরের শক্তি এর বৈচিত্র্য, সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহ্যে নিহিত। পাহাড় ও উপত্যকা একে অপরের পরিপূরক এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে শান্তি ও পুনর্মিলনের জন্য একে অপরকে সমর্থন করার আহ্বান জানান।

মণিপুরে দুই দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি গতকাল ইম্ফালে পৌছান। তিনি সেখানেও ১,৩৮৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আজ সকালে ৮৬তম নুপি লাল দিবস উপলক্ষে নুপি লাল মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সেনাপতি জেলার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে শক্তি সংরক্ষণ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালালো বিদ্যুৎ বিভাগ

শ্রীনগর, ১২ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিভাগ জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ সপ্তাহের অংশ হিসেবে সারাবছর ব্যাপক শক্তি সংরক্ষণ প্রচারণা শুরু করেছে। এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে শক্তি সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

সপ্তাহব্যাপী এই উদ্যোগের মূল আকর্ষণ ছিল 'এনার্জি কনজারভেশন প্রমিজ', যা জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে প্রাতঃস্মরণ সভার সময় নেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ পর্যায়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করা হয়, তারা শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যেই নয়, পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে শক্তি সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দিক। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করেছে, যেমন বিতর্ক, স্লোগান লেখা প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য সচেতনতা অভিযান।

উপরুক্ত উদ্যোগ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সহায়ক নয়, বরং পরিবেশগত স্থায়িত্বেও অবদান রাখবে। জেকেপিডিডি-এর অতিরিক্ত প্রধান সচিব শৈলেন্দ্র কুমার বিদ্যুতের সুবিবেচিত ব্যবহার, অপচয় কমানো এবং নিয়মিত শক্তি সংরক্ষণ প্রচারণা চালানোর ওপর জোর দিয়েছেন।

জুবিন গার্গ মৃত্যু মামলায় আসামে পুলিশের সিট জমা করলো ৩,৫০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট

গৌহাটি,১২ ডিসেম্বর: সিঙ্গাপুরে ইয়ট সফরের সময় জুবিন গার্গের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলায় আসাম পুলিশের বিশেষ তদন্ত দল প্রধান বিচারিক মেজিস্ট্রেটের আদালতে ৩,৫০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট জমা দিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে এই মামলা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। মামলাটি বর্তমানে 'ক্রিমিনাল ষড়যন্ত্র', 'হত্যার মান না হওয়া দায়িত্বহীন হত্যাকাণ্ড' এবং 'উদাসীনতার কারণে মৃত্যু ঘটানো' সংক্রান্ত ধারার আওতায় তদন্ত করা হচ্ছে।

পরবর্তীতে তদন্তকারীরা মামলায় হত্যার অভিযোগও যোগ করেছেন। জুবিন গার্গ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালে সিঙ্গাপুরে ইয়ট সফরের সময় সাঁতার কাটতে গিয়ে অচেতন হয়ে মারা যান।

এখন পর্যন্ত পুলিশ জুবিন গার্গের শেষ সিঙ্গাপুর সফরের সঙ্গে জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে।

সৌদি আরবে মৃত রাজস্থানের যুবকের মরদেহ ফেরত না আসায় হাইকোর্টের নোটিশ সৌদি দূতাবাসকে

জয়পুর, ১২ ডিসেম্বর: সৌদি আরব থেকে রাজস্থানের এক যুবকের মরদেহ ফেরত পাঠাতে দীর্ঘ বিলম্ব হওয়ায় দিল্লিস্থ সৌদি আরবের দূতাবাসকে নোটিশ জারি করেছে রাজস্থান হাইকোর্ট। ১৩ নভেম্বর মৃত্যুর পর ২৮ দিন কেটে গেলেও মরদেহ না আসায় বিধ্বস্ত পরিবারের পক্ষে এটি বড় স্বস্তির পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

জোধপুর বেঞ্চের বিচারপতি নূপুর ভাটি বৃহস্পতিবার সৌদি সরকারের কাছে জবাব চেয়ে এই নোটিশ জারি করেন। মৃত যুবক রমেশ কুমার মেঘওয়াল, রাজস্থানের বালোত্রা জেলার গিদা তহসিলের মেঘওয়ালোঁ কি ধানি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ১৩ নভেম্বর সৌদি আরবে মারা যান।

মরদেহ পাঠানোতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় রমেশের মা তীজু বাইয়ের দায়ের করা পিটিশনের ভিত্তিতে আদালত দ্রুত হস্তক্ষেপ করে। মানবিক বিষয়ে বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি বিরল হওয়ায় আইন বিশেষজ্ঞরা এটিকে তাৎপর্যপূর্ণ বিচারব্যবস্থাগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর, যেখানে সৌদি ও ভারতউভয় সরকার নিজেদের অবস্থান জানাবে।

মরদেহ ফেরত আনতে বিলম্ব হওয়ায় রাজস্থান সিডস কর্পোরেশনের প্রাক্তন পরিচালক এবং বিদেশে ভারতীয়দের সহায়তার জন্য পরিচিত চর্মেশ শর্মা বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানান রাষ্ট্রপতি ভবন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। রাষ্ট্রপতি ভবনের নির্দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ নিলেও ২৭ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়।

বুধবার তীজু বাইয়ের পক্ষে আইনজীবী সুশীল বিষ্ণোই ও সুনীল পুরোহিত পিটিশন দায়ের করলে আদালত জরুরি ভিত্তিতে পরদিন শুনানির তালিকায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে।

হাইকোর্ট ভারত সরকারের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিস্রি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারি (গাল্ফ), এবং রাজস্থান সরকারের হোম সেক্রেটারিসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরও নোটিশ জারি করেছে। ভারত সরকারের পক্ষে এএসজি ভরত ব্যাস আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

২৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে শর্মার অভিযোগের পর ২৬ নভেম্বর সৌদি আরবে ভারতীয় দূতাবাস জানায়, সৌদি পুলিশ এখনো তদন্ত চালাচ্ছে এবং ফরেনসিক মেডিকেল রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মরদেহ হস্তান্তর করা যাবে না। ৩ ডিসেম্বর রিয়াদে ভারতীয় দূতাবাস রমেশের মৃত্যুসনদ প্রদান করে, যেখানে মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা উল্লেখ করা হয়। তবে মেডিকেল রিপোর্ট না থাকায় মরদেহ ফেরত পাঠাতে দূতাবাস এখনো অসমর্থ বলে জানায়।

ইলেকট্রিক অটো দুর্ঘটনায় নাবালকের মৃত্যু, ময়নাতদন্ত ঘিরে উত্তেজনা হাসপাতালে

কৈ লাসহর, ১২ ডিসেম্বর: শুক্রবার সকালে কৈলাসহর জলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১৪ বছরের সুপ্রজিৎ মাহিষ্য দাসের। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বলেহর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুব্রত মাহিষ্য দাসের পুত্র সুপ্রজিৎ সকালেই কাউকে কিছু না বলে পরিবারের ইলেকট্রিক অটো গাড়িটি নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে যায়। তার সাথে আরও দুইজন নাবালক ছিল, যারা অটোর পেছনে বসে ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুপ্রজিৎ প্রায়ই অটোটি চালাতো। তবে সেদিন গাড়িটি ঘোরানোর সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটি উল্টে যায় এবং গাড়িটি সুপ্রজিতের উপর গিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে থাকা দুইজন অক্ষত থাকলেও সুপ্রজিৎ গুরুতরভাবে আহত হয়।

ঘটনা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পৌঁছাতেই পরিবার হাসপাতালে ছুটে এসে শোকে ভেঙে পড়ে। মৃত সুপ্রজিৎ বলেহর বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ হাসপাতাল পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। এদিকে মৃতদেহ মর্গে রাখা হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ময়নাতদন্তের উদ্যোগ নেয়। তবে পরিবারের আপত্তিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিবারের দাবিএটি একটি দুর্ঘটনা, কোনো অভিযোগ নেই, তাই ময়নাতদন্তের প্রয়োজন নেই।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসেন কৈলাসহর থানার সেকেন্ড ওসি উজ্জ্বল চৌধুরী। পুলিশের হস্তক্ষেপে উত্তেজনা প্রশমিত হলেও নাবালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল ও গোমতী জেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্য অধিকর্তার পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মার নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল আজ ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল ও গোমতী জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, ইমার্জেন্সি, ট্রমা কেয়ার সেন্টার, লেবার রুম, ওটি, ল্যাবরোটরি, আয়ুষ্মান ভারত হেল্প ডেস্ক, জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার, নবনির্মিত এমসিএইচ ক্লিনিক উইং, কিচেন, এবং ব্লাড ব্যাংকসহ ও আশপাশের পরিবেশ সহ বিভিন্ন দিক পরিদর্শন করেন।

তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের মান নিশ্চিত করতে রোগীদের সাথেও কথা বলেন। পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে তিনি একটি সভায় মিলিত হন, সেখানে মানব সম্পদ, লজিস্টিকস, যন্ত্রপাতি, ওষুধ এবং অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন। উন্নত ও কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করাই এই পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য ছিল। উক্ত পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য অধিকর্তার সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকারের উপ অধিকর্তা ডাঃ শঙ্খশুভ্র দেবনাথ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

বৈবাহিক প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত বামুটিয়ার যুবক, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: বৈবাহিক প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত হলেন বামুটিয়া এলাকার সুমন বর্ধন নামে এক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। অভিযোগের তির উঠেছে গান্ধীগ্রাম এলাকার বিবাহিতা এক মহিলার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে।

সুমন বর্ধনের অভিযোগ, পরিচয়ের মাত্র ১০ দিনের মাথায় মন্দিরে বিয়ে করে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে ওই মহিলা। এরপর বিভিন্ন অজুহাতে ধাপে ধাপে তার কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় প্রায় ১২ লাখ টাকা। এতটাই বেকায়দায় পড়েন সুমন যে নিজের জমি পর্যন্ত বিক্রি করে টাকা দেন এই প্রতারণা চক্রের মূল ওই মহিলাকে, তবু রেহাই পাননি তিনি।

এখানেই শেষ নয়ঘটনার পর আদালতে মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও নানাভাবে তাকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন সুমন বর্ধন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একাধিক প্রতারণার ঘটনা তুলে ধরে তিনি জানান, ওই মহিলার বিরুদ্ধে আরও বহু বৈবাহিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও কড়াকড়ি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

উত্তর কোরিয়ার প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি নীতিকে 'সঠিক দিক' বলে সমর্থন করলেন কিম জং-উন

সিউল, ১২ ডিসেম্বর : বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদারের নীতিকে "সঠিক দিক" বলে উল্লেখ করেছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন। শুক্রবার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ এই তথ্য জানায়।

মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শাসক ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়ার সম্প্রসারিত প্লেনারি সভায় অংশ নিয়ে কিম এই মূল্যায়ন করেন। এ বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল চলতি বছরের নীতি বাস্তবায়নের পর্যালোচনা এবং আগামী বছর শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি।

তবে কিম যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তর কোরিয়ার নীতিগত অবস্থান কীভাবে মূল্যায়ন করেছেনএ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় মিডিয়া বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

কেসিএনএ জানায়, ২০২৫ সালের নীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় কিম দেশের প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ নীতিকে বহু নিরাপত্তা সমস্যা "কার্যকরভাবে ও যথাযথভাবে" সমাধান করেছে বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্যে প্রতিরক্ষা নীতিকে বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্যেও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে "সঠিক দিকেই অগ্রসর" বলে তুলে ধরা হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে সহায়তার জন্য উত্তর কোরিয়ার সৈন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে কিম বলেন, এই পদক্ষেপ বিশ্বকে দেখিয়েছে যে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী "চিরজয়ী বাহিনী এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়ের প্রকৃত রক্ষক।

আগামী নবম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ডাব্লিউপিকে—এর নিয়মে সংশোধনী আনার প্রস্তাবও আলোচনায় উঠে আসে। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, উত্তর কোরিয়া হয়তো কিমের "দুই শত্রু রাষ্ট্র" নীতিগত অবস্থানকে দলীয় নিয়মে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের শেষদিকে এক বৈঠকে কিম ঘোষণা করেছিলেন যে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক "পরস্পর বৈরী দুটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক"এবং দক্ষিণের সঙ্গে পুনর্মিলন বা একীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হবে না।

নবম পার্টি কংগ্রেস আগামী জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তর কোরিয়ার বৈদেশিক নীতির দিকনির্দেশনা, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারসবই প্রকাশ করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শেষবার পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২১ সালের জানুয়ারিতে।

প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও হচ্ছে না ব্রিজ নির্মাণের কাজ, বাধ্য হয়ে বাঁশের সেতুতেই চলাচল রায়পাশা এলাকার বাসিন্দাদের

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: গত দু'মাস আগে ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছিলেন আমবাসা ব্লকের রায়পাশা এলাকার বাসিন্দারা। আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। সেই সময় পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পাঁচ দিনের মধ্যেই ব্রিজের কাজ শুরু হবে।

কিন্তু অভিযোগ, দুই মাস কেটে গেলেও আজ পর্যন্ত ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি। ঠিকাদার রূপক দেবনাথের পক্ষ থেকেও কোনো কাজের উদ্যোগ চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা।

এদিকে বাঁশের সেতুটি একপ্রকার ভগ্ন দশায় পরিণত হয়েছে। যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারেন এটি। একেবারেই চলাচলের অযোগ্য রাস্তা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন স্থানীয়রা। এলাকার কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্রচুর সময়ের দরকার হয়।। ফলে প্রাণহানিও করতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীরা এখনও ভগ্ন বাঁশ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতু ব্যবহার করেই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতিদিনই ঝুঁকি নিয়ে স্কুল—কলেজ পড়ুয়া, রোগী, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ এই সেতুর ওপর নির্ভর করে চলাফেরা করছেন।

প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় এবং কাজের অগ্রগতি না দেখে এলাকাবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা আবারও ব্রিজ নির্মাণ নিয়ে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

৫১তম ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ইকুইপড পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: কলকাতা-হাওড়ায় ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হলো ৫১তম ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ইকুইপড পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করেছেন।

৭৪ কেজি ওজনশ্রেণিতে আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরার আমরজিৎ দাস তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। অন্যদিকে ৯৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে উত্তর ত্রিপুরার রাজেশ শর্মা প্রথম স্থান অর্জন করে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেন। এই অসাধারণ সাফল্যে দুই খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানিয়েছে রাজ্যের ক্রীড়া মহল।

নেশাগ্রস্ত যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়ায় তীব্র উত্তেজনা, অভিযুক্তের বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ ডিসেম্বর:নেতাজি নগর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন সাধারণত শান্ত এলাকা। কিন্তু বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ড্রাগস-আসক্ত এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে গোটা তেলিয়ামুড়া। নারায়ণ মাদ্রাজি নামে নেশাগ্রস্ত ওই যুবকের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই নারায়ণ অতিরিক্ত মাদকাসক্ত ছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে অতিরিক্ত ড্রাগস সেবনের জেরে তার মৃত্যু হয়। আরও জানা গেছে, তিনি বহুদিন ধরে একই এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত সরকার ওরফে 'পেরু'-র কাছ থেকে মাদক সংগ্রহ করতেন। এলাকায় 'পেরু' তেলিয়ামুড়ার মাদকচক্রের অন্যতম মূল হোতা হিসেবে কুখ্যাত। নারায়ণের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা দ্রুত বাড়তে থাকে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় তার স্কুটি; আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় একটি দোকানে। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের ডি.সি.এম ও এস.ডি.পি.ও-এর নেতৃত্বাধীন বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং রাতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ"পেরুর দৌরাত্ম্যে তেলিয়ামুড়া বহুদিন ধরে মাদকাসক্তির নরকে ডুবে আছে। অসংখ্য যুবকের জীবন নষ্ট হয়েছে। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া।"

এই ঘটনার জেরে মাদকবিরোধী জনমত আরও তীব্র হয়েছে। সচেতন মহলের প্রশ্ন"আর কত মৃত্যুর পর প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ নেবে?" তেলিয়ামুড়ার মানুষ এখন একটি স্পষ্ট প্রত্যাশা করছেমাদকমুক্ত সমাজ। এখন দেখার, এই জনরোষ আদৌ প্রশাসনের কঠোরতায় রূপ নেয়, নাকি সময়ের সাথে সাথে আবারও থিতিয়ে যায় ক্ষোভের আগুন।

গন্ডাছড়া মহকুমার সরকারি অফিসগুলোতে চরম কর্মসংস্কৃতির অবনতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১২ ডিসেম্বর:ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার সরকারি অফিসগুলোতে গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চরম কর্মসংস্কৃতির অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। একদিন নয়, দুইদিন নয়প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন দপ্তরের অধিকাংশ কর্মী অনুপস্থিত থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ জমেছে গন্ডাছড়া মহকুমার আর.ডি. অফিসকে ঘিরে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সপ্তাহের পাঁচ দিনই অফিস কার্যত কর্মকর্তাশূন্য থাকে। অফিসে উপস্থিত থাকেন মাত্র একজন গ্রুপ—ডি কর্মী। বাকিরা নিয়মিত অফিস কামাই করে নিজের বাড়িতেই সময় কাটালেও বেতন তুলছেন ঠিকই। এতে দিনের পর দিন কাজ নিয়ে সংশ্লিষ্টরা ঘুরপাক খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

ঠিকাদার মহলেরও অভিযোগ, গন্ডাছড়া আর.ডি. অফিসের ইঞ্জিনিয়ার দীপঙ্কর দাস সহ কয়েকজন আর.ডি. ইঞ্জিনিয়ার বকেয়া বিল মিটানোর চাপ এড়াতেই সচেতনভাবে অফিস এড়িয়ে চলছেন। ফলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অর্থ আটকে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ঠিকাদাররাও। সম্প্রতি আমাদের প্রতিনিধি দল হঠাৎ গন্ডাছড়া আর.ডি. অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলে অফিসের দৈনন্দিন কর্মসংস্কৃতির বাস্তব চিত্র চোখে পড়েঅফিসে একমাত্র গ্রুপ—ডি কর্মী ছাড়া আর কাউকেই পাওয়া যায়নি। রাজ্যের বর্তমান কর্মসংস্কৃতি নিয়ে সাধারণ মানুষের তীব্র ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। স্থানীয়দের দাবি, সরকারি অফিসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে নিয়মিত কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করুক প্রশাসন।

অমৃতসরে বোমা হুমকির ইমেইল পাওয়ায় বেসরকারি স্কুলগুলোতে আতঙ্ক; ছুটি ঘোষণা

অমৃতসর, ১২ ডিসেম্বর :অমৃতসরের কয়েকটি বেসরকারি স্কুলে শুক্রবার সকালে বোমা হুমকির ইমেইল পাঠানো হলে ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীদের দ্রুত খালি করা হয়।

পুলিশ ও বোমা নিষ্কাশন দল স্থানগুলোর তল্লাশি চালাচ্ছে। সেইসাথে সমস্ত স্কুলকে এক দিনের জন্য বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অমৃতসর পুলিশ কমিশনার গুরুপ্রীত সিং ভল্লার জন করেছেন, সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হবেন না। তিনি জানিয়েছেন, এই হুমকির ইমেইলগুলি সম্ভবত ভুয়া বা ছলনামূলক হতে পারে। এর আগেও ২০২২ এবং জুলাই ২০২৫ সালে অনুরূপ হুমকিগুলো ছাত্রদের কাছ থেকে আসে এবং অপ্রামাণিক প্রমাণিত হয়। তিনি এটিকে "দুষ্টুমি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্কুলগুলো দ্রুত অভিভাবকদের জানিয়ে দিয়েছেন যাতে তারা তাদের সন্তানদের তুলে নেন।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপায়ুক্তের নির্দেশে, শহরের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলকে এক দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

াঙ্গন

তেলিয়ামুড়ায় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ পরিদর্শনে কল্যাণী

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার ক্রীড়াপ্রেমীদের বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নএকটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম। দাবি উঠেছে বারবার, আশ্বাস মিলেছে বহুবার, কিন্তু কাজের বাস্তব রূপ দেখা যায়নি। অবশেষে ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিষয়টি নতুন গতি পায়। নির্বাচিত বিধায়িকা ও রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে উদ্যোগী হন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য। প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সঙ্গে একাধিকবার আলোচনাও করেন তিনি। তারই ফলতেলিয়ামুড়ার ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হচ্ছে এক নতুন অধ্যায়।তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ অত্যাধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে।

ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, কাবাডি, যোগা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ একাধিক ইনডোর কার্যক্রমের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে এই বহুমুখী অবকাঠামো। সম্পূর্ণ হলে এটি শুধু তেলিয়ামুড়া নয়, পুরো খোয়াই জেলার খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিসরে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশা প্রশাসনের।সম্প্রতি কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে নির্মাণস্থলে পৌঁছান বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। সঙ্গে ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের কাউন্সিলর ধীরাজ চৌধুরি ও অপর্ণা শীল। প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে স্টেডিয়ামের মান, নির্মাণের গতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তাঁরা।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হবে মূল কাঠামোর কাজ। এরপরই শুরু হবে উদ্বোধনের প্রস্তুতি।বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, "তেলিয়ামুড়ার উন্নয়নই আমার প্রথম লক্ষ্য। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এই ইনডোর স্টেডিয়াম এখন প্রায় তৈরি। সামনে আরও বড় পরিকল্পনা রয়েছেএকটি আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, একটি সুইমিং পুল এবং বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে একটি ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণ।"তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার নির্দেশে যুবসমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে রাজ্য সরকার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো উন্নতিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দাদের মতে, এই ইনডোর স্টেডিয়াম ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশে এক মাইলফলক হয়ে উঠবে। বহু বছরের অপেক্ষার শেষে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত এই অবকাঠামো এলাকায় যুক্ত করবে উন্নয়নের এক নতুন পালক এমনটাই প্রত্যাশা সবার।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল আসর রাজ্য দলের প্রস্তুতি জোরদার

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলায় বসতে চলেছে এবার জাতীয় ফুটবল আসর। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ডিসেম্বর রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ৭৯ তম জাতীয় সন্তোষ ট্রফি ডি গ্রুপের ম্যাচগুলি। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে সফল করে তুলতে চলছে এখন জোরদার প্রস্তুতি। টুর্নামেন্টে নিজেদের ঘরের মাঠে লড়াইয়ে নামবে স্বাগতিক ত্রিপুরা। তাই টুর্নামেন্টে ভালো ফলাফল করার লক্ষ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রস্তুতি চালিয়ে আসছে ত্রিপুরা দল। ৪২ জন ফুটবলারকে নিয়ে প্রাথমিক অনুশীলন শেষে কোচ ডি কে প্রধানের তত্ত্বাবধানে চূড়ান্ত ২০ জনের নিবিড় অনুশীলন চলছে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। এই প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী মনিপুর, অসমের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করতে পারে সার্ভিসেস ও ঝাড়খন্ড।

বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলন শেষে কোচ ডি কে প্রধান জানান, কুড়িজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বহি রাজ্যের চারজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুজন গোলকিপার সহ শক্তিশালী দল গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মনিপুর। মনিপুরকে হারিয়ে এবং অন্য দলের বিরুদ্ধেও ভালো ফলাফল করে দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়া লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

অপরদিকে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী জানান, বিভিন্ন জনের কাছে আবেদন রাখার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ী সহ অন্যান্যদের সহায়তা এদিন খেলোয়ারদের কীট সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

পাশাপাশি তিনি বলেন গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খেলোয়াড়দের প্রত্যেকেরই ম্যাচ মানি দেওয়া হবে।পাশাপাশি যদি দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য কোয়ালিফাই করতে পারে তাহলে তাদেরকে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। লড়াইয়ের ময়দানে উৎসাহিত করতে সচিবের এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি ফুটবলাররা।

বিজয় মার্চেন্ট : ত্রিপুরার সামনে বড় স্কোর গড়তে চলেছে বিদর্ভ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও ত্রিপুরার সামনে বড় ধাক্কা। পাহাড় প্রমাণ রানের লক্ষ্যেই এগুচ্ছে বিদর্ভ। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনূর্ধ ১৬ বালকদের এলিট এ গ্রুপের। তামিলনাড়ুর শিমোগায় জহরলাল নেহরু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক সন্দীপন দাস প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। বিদর্ভ প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রন পেয়ে দিনভর ৯০ ওভার খেলে সাত উইকেট হারিয়ে ৩১৩ রান সংগ্রহ করে। দলীয় ৪ রানে প্রথম উইকেট, ১০ রানে দ্বিতীয় উইকেট, ১৪ রানে তৃতীয় উইকেট এবং ১৮ রানে চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটিয়ে ত্রিপুরার বোলাররা বিদর্ভকে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেও পঞ্চম উইকেটের ছুটিতে মানব ও ওম ধোত্রের অনবদ্য ব্যাটিং দলের স্কোর অনেকটা এগিয়ে নেয়।

শেষ পর্যন্ত অর্জুন মহাজনের ৬৭ রান, নির্মিক ছারদে-র অপরাজিত ৬৪ রান, ওম ধোত্রের ৬১ রান, মানব ওয়াকরের ৪৮ রান এবং বীর চিখালকরের অপরাজিত ৪৬ রান দলের স্কোর অনেকটা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

ত্রিপুরা দলের বোলারদের মধ্যে পৃথ্বীরাজ গোপ, তুহীন দেবনাথ, বিশাল সরকার প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। ময়ুখ চৌধুরী পেয়েছে একটি উইকেট। আগামীকাল শনিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় বিদর্ভকে রাজ্য দলের বোলার-রা যদি ইতোমধ্যে বিদর্ভকে থামিয়ে দিতে পারে তবে হয়তো রাজ্য দলের ব্যাটার্সরা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার একটা সুযোগ পাবে। তবে ব্যাটিং ব্যর্থতার থেকে উত্তরণ না ঘটলে হয়তো প্রথম ম্যাচের মতোই বড় ব্যবধানেই হার স্বীকার করতে হবে ত্রিপুরা দলকে।

বিশ্বকাপের আগে লাগাতার ব্যর্থ গিল-সূর্য, ভারতীয় কোচ বলছেন, 'ওদের তো ক্লাস আছে'

বিশ্বকাপের আগে হঠাৎ চিন্তার চোরাস্রোত ভারতীয় শিবিরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রেকর্ড গড়া হার একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নিয়ে। বিশেষ করে দলের দুই স্টার ব্যাটার শুভমান গিল এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ফর্ম চিন্তায় ফেলবে ভারতীয় শিবিরকে। যদিও টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতের কথায় উদ্বেগের কোনও চিহ্ন নেই। তিনি বরং আস্থা রাখছেন তারকা জুটির 'ক্লাসে'র উপর।

মুল্লানপুরে ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৩তম জয় পয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। যা কিনা রেকর্ড। আর কোনও দেশ ভারতকে একগুলি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হারাতে পারেনি। এই হারে যারা দায়ী তাঁদের মধ্যে অন্যতম শুভমান গিল এবং সূর্যকুমার যাদব। কোথায় দলকে সামলাবেন, তা না নিজেরাই ফর্ম খুঁজছেন অধিনায়ক এবং সহ-অধিনায়ক। আরও এক ম্যাচে রান পেলেন না দুই ক্রিকেটার। মুল্লানপুরে শূন্য রানে ফেরেন গিল। প্রথম বলেই খোঁচা মারেন। আর সূর্য করেন মাত্র ৫। যদিও তাঁদের নিয়ে উদ্বেগে নেই দুশখাতে। তিনি বলছেন, "ওদের ব্যাটিংয়ে ভালো লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের শেষের দিক থেকেই সেটা দেখা যাচ্ছে। এই সিরিজের প্রথম ম্যাচেও গিলকে বলা হয়েছিল শুরু থেকে আক্রমণ করতে। পিচটা ভালো ছিল না। সুতরাং ওকে দোষ দেওয়া যায় না। আর আজ ও খুব ভালো বলে আউট হয়েছে।" টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ জানালেন, গিলদের ক্লাসে আস্থা আছে তাঁদের। তিনি বলছেন, "আমরা ওঁর ক্লাসে বিশ্বাস করি। দেখুন আইপিএলে ও প্রতি মরশুমে ৭০০-৮০০ রান করে।" সূর্য্য সম্পর্কেও একই মত তাঁর। তিনি বলেন, "সূর্য্যর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে ফেলেছি। আর এই ক্রিকেটারদের ক্লাসে আমাদের পুরোপুরি আস্থা আছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ওরা ভালো করবেই।"

তাঁর এবং শুভমান গিলের ফর্ম যে উদ্বেগের সেটা অবশ্য মেনে নিয়েছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তিনি ম্যাচ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে বলে গিয়েছেন, "আমার এবং শুভমনের শুরুটা ভালো করা উচিত ছিল। অভিষেক সব সময় কাজটা করে দেবে, এটা হয় না।" সূর্য্য এই হারের দায় পুরোপুরি নিজের উপরই নিয়েছেন।

দিল্লির বিজয় হজারের প্রাথমিক দলে কোহলি, পন্থ! চলতি মাসেই আবার মাঠে নামবেন বিরাট

বোর্ডের নির্দেশ পেয়ে বিরাট কোহলি জানিয়ে দিয়েছিলেন, দিল্লির হয়ে বিজয় হজারে ট্রফিতে খেলবেন তিনি। অন্তত দু'টি ম্যাচে নামবেন কোহলি। সবুজ সঙ্কেত পেয়ে দিল্লির বিজয় হজারের প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছে কোহলিকে। দলে রয়েছেন ঋষভ পন্থও।

বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানেই জানানো হয়েছে যে, কোহলি ও পন্থ প্রাথমিক দলে রয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আসন্ন বিজয় হজারে ট্রফির জন্য প্রাথমিক দল বেছে নিয়েছেন নির্বাচকেরা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে যাঁরা খেলেছেন তাঁদেরও প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছে। বিজয় হজারে ট্রফির আগে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কোহলি ও পন্থ।" এই দুই ক্রিকেটার ছাড়া দলে কারা রয়েছেন তা অবশ্য জানা যায়নি। শীঘ্রই দল জানিয়ে দেবে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা।

২৪ ডিসেম্বর বিজয় হজারেতে অন্ধ্র প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে দিল্লি। তার পর গুজরাতের বিরুদ্ধে ম্যাচ। এই দুই ম্যাচে খেলতে পারেন কোহলি। পুরো প্রতিযোগিতায় হয়তো তিনি খেলবেন না। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থাকে তেমনটাই জানিয়েছেন কোহলি। পন্থ আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের দলে থাকলেও খেলার সুযোগ পাননি। সেই কারণেই হয়তো বিজয় হজারেতে খেলতে চান তিনি।

শেষ বার ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিজয় হজারেতে খেলেছিলেন কোহলি। পরের ১৫ বছরে ভারতের ঘরোয়া এক দিনের প্রতিযোগিতায় দেখা যায়নি তাঁকে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার পর আপাতত শুধু এক দিনের ক্রিকেটই খেলছেন কোহলি। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। তবে তার জন্য তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড। সেই নির্দেশ মানছেন কোহলি।

ভাল ফর্মে রয়েছেন কোহলি। চলতি বছর ভারতের হয়ে ১৩ এক দিনের ম্যাচে ৬৫১ রান করেছেন তিনি, যা সর্বাধিক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে ৩০২ রান করেছেন তিনি। পর পর দু'টি শতরান করেছেন।

নাগপুরে আজ মেঘালয় জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরুর প্রয়াস ত্রিপুরাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার টিন এজ মেয়েদের ক্রিকেট দল এখন নাগপুরে। খেলবে বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। আগামীকাল গ্রুপ লীগ পর্যায়ের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা দল খেলবে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে। লক্ষ্য রয়েছে মেঘালয়কে হারিয়ে লীগ অভিযান শুরু করবে ত্রিপুরা দল। যদিও এই গ্রুপে মুখ্যত সিকিম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৫টি রাজ্য দল রয়েছে। ত্রিপুরার পরবর্তী ম্যাচ ১৫ ডিসেম্বর মিজোরামের বিরুদ্ধে। ১৭ ডিসেম্বর ত্রিপুরা খেলবে সিকিমের বিরুদ্ধে। ১৯ ডিসেম্বর ত্রিপুরা ও মনিপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২১ ডিসেম্বর গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। নাগপুরে মূলতঃ বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়াম এবং লেডি অমৃত ভাই দাগা কলেজ গ্রাউন্ডে খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দেবে অস্মিতা দেবনাথ। ডেপুটির ভূমিকায় রয়েছে পারমিতা চক্রবর্তী। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলো: দেবশ্রীতা চৌধুরী, অভিজ্ঞা বর্ধন, মোনালি শর্মা, গিয়া মন্ডল, অভিধা বর্ধন, অনুষ্কা শীল, পূজা তপন দাস, এঞ্জেল পাল, দীপা দাস, নারিয়া দেববর্মা, তানিয়া দেব, অন্তরানি নোয়াতিয়া, অঙ্কিতা পাটারী, তানিয়া ছেত্রী, অস্মিতা দাস, সুস্মিতা তেলি, দীপিকা পাল।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প, বিপাকে ফিফা

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য টিকিটের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। আগ্রহী যে কেউ নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখার জন্য আবেদন করতে পারছেন।

তবে টিকিট কেনার সুযোগ পৃথিবীর সব প্রান্তের দর্শকের জন্য প্রযোজ্য হলেও খোদ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা দুটি দেশের মানুষই এ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। ২০২৬ সালের জুন-জুলাইয়ে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে আছে ইরান ও হাইতি। আর এই দুই দেশের জনসাধারণের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। অর্থাৎ, নিজেদের জাতীয় ফুটবল দল বিশ্বকাপ খেলতে নামলেও ইরান ও হাইতির দর্শকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ নেই।এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপের মূল কর্তৃপক্ষ ফিফা আছে বেকায়দায়। বিশ্বকাপের মাধ্যমে 'বিশ্বকে একসুতোয় গাঁথা' আর দর্শকের জন্য উপভোগ্য একটি আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চললেও অংশগ্রহণকারী দলের সমর্থকদেরই খেলা দেখার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না সংস্থাটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৪ জুন নির্বাহী আদেশে ১২টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেন। দেশগুলো হচ্ছে আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। এই দেশগুলোর মধ্যে এশিয়ান বাছাই থেকে ইরান গত ২৫ মার্চ এবং কনক্যাকাফ বাছাই থেকে হাইতি ১৯ নভেম্বর বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে। ইরান টানা চতুর্থ এবং সব মিলিয়ে সপ্তমবারের মতো বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে। তবে ১৯৭৪ সালের পর এবারই প্রথম বিশ্বকাপে জায়গা করতে পেরেছে ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ হাইতি। এবারের ৪৮ দলের বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি কানাডা এবং মেক্সিকোও ম্যাচ আয়োজন করবে। ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপের ড্র এবং ৬ ডিসেম্বর ম্যাচের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়। এতে দেখা যায়, গ্রুপ পর্বে ইরান ও হাইতির সব ম্যাচই পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। মেক্সিকো ও কানাডায় কোনো ম্যাচ নেই।

আগরতলায় শেফালী স্মৃতি রেপিড দাবায় কিশান, মেহেকদ্বীপ, নিখিল, অঙ্কিতা সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিহারের কিশান কুমার পেয়েছে চ্যাম্পিয়ন খেতাব। নয় রাউন্ডের খেলায় সাড়ে আট পয়েন্ট পেয়ে। প্রথমবারের মতো আগরতলায় আয়োজিত শেফালী আন্তর্জাতিক ওপেন ফিডে রেটিং রেপিড চেজ টুর্নামেন্টে বিহারের দাবাড়ু কিশান কুমার দুর্দান্ত খেলে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জিতে নিয়েছে। ত্রিপুরার কিংশুক দেবনাথ রানার্স খেতাব পেয়েছে ৮ পয়েন্ট পেয়ে। তবে ত্রিপুরার মেহেকদ্বীপ গোপ অনূর্ধ ১৩ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন খেতাবের পাশাপাশি ওপেন ক্যাটেগরিতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে, নয় রাউন্ডের খেলায় সাড়ে সাত পয়েন্ট পেয়ে। পশ্চিমবঙ্গের দেবজিত সাহা পেয়েছে চতুর্থ স্থান ৭ পয়েন্ট পেয়ে।

অনূর্ধ ১৫ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে আসামের দাবারু নিখিল কুমার। ওপেন ক্যাটেগরিতে নিখিলের পজিশন পঞ্চম।

পশ্চিমবঙ্গের নায়ক বিশ্বাস অনূর্ধ ১৩ ক্যাটাগরিতে রানার্স খেতাবের পাশাপাশি ওপেন ক্যাটাগরিতে ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে। মহিলা বিভাগে ত্রিপুরার অঙ্কিতা সরকার এই টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। অপরদিকে অনূর্ধ ১৩ বিভাগে পেয়েছে তৃতীয় স্থান। সদ্য সমাপ্ত টি-রেরা ফিডে রেটিং আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অঙ্কিতা মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আগরতলার এনএসআরসিসি-তে দাবা হল ঘরে বৃহস্পতিবার টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে আজ নয় রাউন্ডের রেপিড দাবা টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও প্রাইজ মানি তুলে দেন।

আজ থেকে গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের শিবনাথ দে স্মৃতি টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। আগামীকাল (শনিবার) থেকে ফাইভ-এ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। সর্বাধিক ২৪ টি দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারকার শিবনাথ দে স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। সাড়া জাগানো এই ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগরতলার বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের উদ্যোগে। দুই দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে যথাক্রমে ৮ হাজার ও ৫০০০ এর মতো বড় অংকের প্রাইজমানিও। আগামীকাল সকাল ৯ টায় এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। ১৪ ডিসেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোট ২৪ টি ক্লাব ও সংগঠন এতে অংশ নেবে বলে নাম নথিভুক্ত করেছে। আগামীকাল সকাল ৯ টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, টিএফএ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি তপন সাহা ও কৃষ্ণপদ সরকার, সাই স্যাগ-এর ইনচার্জ ড. ভারতী নিগম, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। রবিবার বিকেলে প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের প্রাইজমানি ও ট্রফিতে পুরস্কৃত করা হবে।

গত দু'-তিন বছরে এমন খেলিনি, আমরা এমনই খেলি! রো-কো'র হয়েও গম্ভীরকে 'বার্তা' কোহলির, সেরা বাছলেন রাঁচীর শতরানকেই

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরেও তাঁকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাবেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সব জবাব দিয়ে গেলেন বিরাট কোহলি। বুঝিয়ে দিলেন, এক দিনের বিশ্বকাপে সবার আগে তাঁর নামটাই থাকা উচিত। জানিয়ে দিলেন, গত ২-৩ বছরের সেরা ফর্মে রয়েছেন। ব্যাট ধরলেন রোহিত শর্মার হয়েও। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সেরা শতরান হিসাবে বেছে নিলেন রাঁচীর ইনিংসকে।

শনিবার হয়তো শতরান পাননি কোহলি। কিন্তু যে ভাবে খেলছিলেন তাতে লক্ষ্যমাত্রা বেশি হলে শতরান পেয়েও যেতেন। ম্যাচের পর কুইন্টন ডি ককের সঙ্গে অনেক ক্ষণ কথা বলতে দেখা গেল তাঁকে। পরে সেই আলোচনায় যোগ দেন কেএল রাহুল এবং যশস্বী জয়সওয়াল। মাঝে কোহলি ফোনেও কথা বললেন। ও পারে হয়তো স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা ছিলেন।

সিরিজ সেরার পুরস্কার নিতে এসে কোহলি বললেন, "সত্যি বলতে, যে ভাবে এই সিরিজে খেলেছি তাতে খুবই তৃপ্ত। গত ২-৩ বছরে এত ভাল খেলেছি বলে মনে পড়ছে না। অনেক খোলা মনে খেলতে পারছি। গোটা ম্যাচে কেমন খেলব আগে থেকে ভেবে নিতে পারছি। ধীরে ধীরে ইনিংস তৈরি করছি। ক্রিকেটার হিসাবে বরাবর একটা জিনিস করার চেষ্টা করেছি। তা হল, নিজের যে মান নির্ধারণ করেছি তা ধরে রাখা এবং এমন ভাবে খেলা যাতে দলে প্রভাব ফেলতে পারি। আমি জানি ক্রিজে নেমে এ ভাবে ব্যাট করতে পারলে সেটা দলকে সাহায্য করবে। কারণ আমি লম্বা সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করতে পারি। আত্মবিশ্বাসী থাকলে যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, ক্রিজে নেমে তা সামলে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে আমার। দলের জন্য সেরাটা দেওয়াই আমার কাজ।"

সঞ্চালক মুরলী কার্তিক প্রশ্ন করেন, বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদেরও কখনও না কখনও খারাপ সময় গিয়েছে। আত্মবিশ্বাস কমে গিয়েছে। কোহলির কি সে রকম কোনও দিন হয়েছে? বিরাট উত্তর দেন, "অবশ্যই হয়েছে। ১৫-১৬ বছর ধরে খেললে এমন সময় আসবেই যখন আপনি নিজের দক্ষতাকে সন্দেহ করবেন। বিশেষ করে একজন ব্যাটারের ক্ষেত্রে আরও প্রযোজ্য। কারণ একটা ভুল সব শেষ করে দিতে পারে। আপনি ভাবতে থাকেন, হয়তো আপনি আর ভাল খেলতে পারবেন না। সব কিছু আবেগের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আসলে এটাই খেলাটার সৌন্দর্য। ব্যাটিং এমন একটা দক্ষতা যেখানে সব ভয় কাটিয়ে নামতে হয়। প্রতিটা বল খেলার আগে, প্রতিটা লম্বা ইনিংস খেলার আগে আপনাকে এমন একটা মানসিক অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে প্রত্যেক বলের আগে আপনি আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। তাই গোটা যাত্রাপথেই অনেক কিছু শেখা যায়। নিজেকে চেনা যায় এবং ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।"

কোহলিরস সংযোজন, "আমি নিজেকে চিনতে শিখে গিয়েছি। কখন আমার মাথায় নেতিবাচক ভাবনাচিন্তা আসতে পারে, কখন আত্মবিশ্বাস কম থাকে, কখন নিজের মতো থাকতে পারি এ সব ছোটখাটো ব্যাপার জানি। এতে মানুষ হিসাবে আপনার উন্নতি হয়। মানসিক ভাবে এমন জায়গায় থাকতে পারেন যে বছরের পর বছর ধরে জীবনে ভারসাম্য রাখা সম্ভব। এমন অনেক সময় গিয়েছে যখন নিজেকে নিয়ে সন্দেহ হয়েছে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই। এত দিন খেললে যে কোনও মানুষেরই এটা হতে পারে। তবে এখনও যে দলের হয়ে অবদান রাখতে পারি, এটা ভেবেই আমি আপ্লুত।"

৬৫ রানের ইনিংসে কোহলি এ দিন তিনটি ছয় মেরেছেন। তার মধ্যে চর্চা হচ্ছে 'নো লুক সিক্স' নিয়েও। কার্তিক জানান, কোহলি এখন 'সিক্স হিটিং চিকু' হয়ে গিয়েছেন। হাসতে হাসতে কোহলি বলেন, "স্বাধীন ভাবে খেলতে পারলে ছয় মারতে পারি, এই বিশ্বাস আছে আমার। ক্রিজে একটু মজা করতে চেয়েছিলাম। একটু ঝুঁকি নিতে চেয়েছিলাম। নিজেকে আরও একটু বেশি চাপ দিয়েছিলাম। আসলে পরের ধাপে যেতে গেলে একটু ঝুঁকি নিতেই হয়।"

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিন ইনিংসে তিনশোর উপর রান করেছেন কোহলি। প্রথম বার তিন ম্যাচের সিরিজে এই কীর্তি অর্জন করলেন। নিজের সেরা ইনিংস সম্পর্কে কোহলি বলেছেন, "রাঁচীর ইনিংসটাই বেছে নেব। অস্ট্রেলিয়ায় খেলে আসার পর অনেক দিন খেলিনি। মাঠে নেমেই ভাল শট খেলতে পেরে আত্মবিশ্বাসী হয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, আমার শক্তি কোথায়। ঝুঁকি নেওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাস দরকার। সেটা পেয়ে গেলে নিজেকে আর একটু চাপ দেওয়া যায়। রাঁচীর ইনিংস সত্যিই আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি। ওই ইনিংস খেলার পর বুঝতে পেরেছিলাম অনেক দিন এ রকম খেলিনি। তিনটে ম্যাচ যে ভাবে খেলেছি তাতে আমি তৃপ্ত।"

কোহলির পাশাপাশি রোহিতও এই সিরিজে ভাল খেলেছেন। প্রথম এবং তৃতীয় ম্যাচে অর্ধশতরান করেছেন। দলের অভিজ্ঞ দুই ক্রিকেটারের ফর্মে থাকার প্রসঙ্গে কোহলি বলেছেন, "আসলে এ ধরনের ম্যাচ আমাদের দু'জনের থেকেই সেরা বার করে আনে। বছর বছর এমনই হয়েছে। এ জন্যই আমরা ক্রিকেট খেলি। সিরিজ ১-১ হোক অবশ্যই চাইনি। কিন্তু ১-১ হওয়ার পর সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে নামলে একটা আলাদা উত্তেজনা হয়ই। আজ ভাল খেলতে এবং ছাপ রাখতে চেয়েছিলাম। দলের হয়ে অবদান রাখতে সব সময়েই ভাল লাগে। এত বছর ধরে সেটা করতে পেরেছি বলেই এত দিন খেলছি। দু'জনেই বিশ্বাস করি, দলের প্রয়োজন অনুযায়ী খেলতে হবে। নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে খেলার চেষ্টা করি। দু'জনের জন্যই আমি খুশি। আগামী দিনেও এই কাজই করতে চাই।"

অর্শদীপের সাত ওয়াইডে ক্ষুব্ধ গম্ভীর, ডাগ আউটে বসে হারালেন মেজাজ, টি২০-তে লজ্জার নজির ভারতীয় পেসারের

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০-র বেশি উইকেটের মালিক অর্শদীপ সিংহকে দেখে মনে হল, কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছেন। নিজের ঘরের মাঠে ভয়ে কেঁপে গেলেন তিনি। বিশেষ করে কুইন্টন ডি'ককের সামনে দেখে মনে হল, মাথা কাজ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভারতীয় পেসারের। অর্শদীপকে দেখে মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি গৌতম গম্ভীরও।ঘটনাটি ঘটে ম্যাচের ১১তম ওভারে। অর্শদীপের প্রথম বলেই ছক্কা মারেন ডি'কক। তার পর থেকেই ক্রমাগত অফ স্টাম্পের বাইরে বল করার চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। বোঝা যাচ্ছিল, বাঁচার চেষ্টা করছেন ভারতীয় পেসার।

জাগরণ 13 December, 2025, Saturday আগরতলা ,১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং, ■ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নতুন ত্রিপুরা গড়তে রাজ্য পুলিশফ্রন্ট রানার হিসাবে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: পুলিশ জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় ও কল্যাণের জন্য কাজ করছে। পুলিশের পোষাক একজন পুলিশ কর্মীর নিকট তার পোষাক অহংকার ও গর্বের। পুলিশের কাজের স্বাধীনতায় সরকার হস্তক্ষেপ করেনা। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়াতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা পুলিশ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয়স্তরে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যেক রাজ্যের ডিজিপি ও আইজিপি''দের সভায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিয়ে আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে রাজ্য পর্যায়ের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় একথাগুলি বলেন।

তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে গত নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ''র উপস্থিতিতে প্রত্যেক রাজ্যের ডিজি ও আইজি পর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়ে জাতীয় স্তরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে আজ রাজ্যস্তরে পর্যালোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে বিদেশী শক্তি অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাইছে। বিদেশী মদতে বিভিন্ন আন্দোলনের নামে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কঠোর ভাষায় এসব মোকাবিলার কথা ব্যক্ত করেছেন। জাতীয় স্তরে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডিজি ও আইজি পদমর্যাদার আধিকারিকদের বিভিন্ন নির্দেশিকা ও পরামর্শ দিয়েছেন। সেই নির্দেশিকা ও পরামর্শসমূহ আজ পর্যালোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই নির্দেশিকা রাজ্যে অনেকটাই কার্যকর হয়েছে। কিন্তু তাতে আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। "নতুন ত্রিপুরা" গড়তে রাজ্য পুলিশ ফ্রন্ট রানার হিসেবে কাজ করছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয়ভাবে যে নীতিনির্দেশিকা গৃহীত হয়েছে তা প্রতিনিয়ত চর্চা করে প্রয়োগ করতে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র সুরক্ষিত এবং শক্তিশালী হলে আইনশৃঙ্খলা, বিপর্যয় মোকাবিলা ও গার্হস্থ্য হিংসার মতো সমস্যাগুলি সমাধান করা সম্ভব। তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজেও যুক্ত রয়েছে। এর ফলে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন দিক থেকে তিন নম্বর স্থানে রয়েছে। রাজ্যকে সেদিক থেকে এক নম্বরে নিয়ে যেতে গেলে রাজ্যের আরক্ষা বাহিনীকে আরও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের ক্ষমতা ও দক্ষতা রয়েছে।

আজকের পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের ডিজি অনুরাগ, ৮ জেলার এসপিগণ এবং এসপি পদপর্যাদার পুলিশ আধিকারিকগণ।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে এল.এল ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে তিন দিনের ল্যাপরোস্কোপিক লিটিগেশন ক্যাম্প আজ সম্পন্ন হয়েছে। এই বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা শিবিরটি নেতৃত্ব দেন স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুমিত দাস, ডাঃ চিরঞ্জীব দেব ও হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ-এর প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও নার্সিং টিম। পুরো ক্যাম্পটি অত্যন্ত সুসংগঠিত, নিরাপদ ও রোগীবান্ধব পরিবেশে পরিচালিত হয়, ৫১ জন মহিলা এই সুফল গ্রহণ করেন।

জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি পদ্ধতির মাধ্যমে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও সহজলভ্য করা। ডাঃ সুমিত দাস ও ডাঃ চিরঞ্জীব দেব জানান, আধুনিক ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতির মাধ্যমে রোগীদের অতি স্বল্প সময়ে, কম ব্যথা ও কম ঝুঁকিতে এই সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ-এর টিম অপারেশনের প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। ক্যাম্প চলাকালীন উপস্থিত সুবিধাভোগীরা হাসপাতালের পরিকাঠামো, টিমের ব্যবহার এবং সার্বিক সেবার মান নিয়ে প্রশংসা ব্যক্ত করেন।

প্রতিটি রোগীর জন্য পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ার, প্রয়োজনীয় ওষুধ, পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। রোগীদের জন্য ছিল নিরাপদ বিশ্রামঘর, স্বাস্থ্যপরামর্শ ও প্রয়োজনীয় মেডিকেল সাপোর্ট। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের পরিবার-পরিকল্পনা সেবা ক্যাম্প ভবিষ্যতেও নিয়মিত আয়োজন করা হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এই সুবিধা পেতে পারেন। ডাঃ সুমিত দাস বলেন, 'এল.এল পদ্ধতি আজকের দিনে মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ, দ্রুত এবং কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

শনিবার ৫ হাজার ভোটার বিজেপির পতাকা তলে সামিল হবেন: বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: শনিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রদেশ বিজেপির বৃহৎ যোগদান সভা। এদিন প্রায় ৫ হাজার ভোটার বিজেপির পতাকাতলে যোগ দেবেন বলে দাবি করেছেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা। শুক্রবার প্রস্তুতি পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিপিন দেববর্মা জানান, তিপরা মথা ও সিপিআইএম থেকে প্রায় ১,৭০০ পরিবারের মোট ৫ হাজারেরও বেশি ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে। একইসঙ্গে ২৫ হাজারেরও বেশি কর্মী---সমর্থক এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।বিপিন দেববর্মার বক্তব্য, এই যোগদান শিবির দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বিজেপি বর্তমানে কতটা শক্তিশালী। যারা আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে, তারাও বুঝতে পারবে বিজেপির সংগঠনের শক্তি কেমন। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার নাম না করে তিনি আরও বলেন, ছোট নেতা বলে প্রতিক্রিয়া দেব নাএ কথা বলা উনার মুখেই শোভা পায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে যখন বিজেপির সাধারণ কার্যকর্তা বলেন, তখন আমরাও নিজেদের ক্ষুদ্র কার্যকর্তা হিসেবে মানতে দ্বিধা দেখি না।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় জেলাস্তরে ছঙ্ঙ্ঙ্ছ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন, নবনিযুক্ত ২৩ জন চিকিৎসককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ ডিসেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দপ্তরের সভাকক্ষে আজ জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্বোধন হলো ছঙ্ঙ্ঙ্ছ ক্যাম্পেইনের জেলাস্তরের কর্মসূচি। পাশাপাশি নবনিযুক্ত ২৩ জন ওঙ্গঞ্চঞ্জ জিডিএমও চিকিৎসকের সংবর্ধনা এবং হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি —র উপর বিশেষ ঞ্চঞ্চক্ক অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু নিউমোনিয়া প্রতিরোধে জনসচেতনতা বাড়াতে আগামী ১২ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী চলবে এই ক্যাম্পেইন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী দিপক দত্ত। উপস্থিত ছিলেন মোহম্মদ সাজাদ পি. আইএএস , জেলা শাসক ও সমাহর্তা, ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা, মেম্বার সেক্রেটারি, টিএসবিটিসি, ডাঃ নিপেন্দ্র রিয়াং, এসডিএমও, সাবরুম, ডাঃ বিপ্রজিৎ দেববর্মা, সহকারী অধ্যাপক, টিএমএস, ডাঃ শমরূপ ভট্টাচার্য্য, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, আইজিএম হাসপাতাল, ডাঃ মণীশ চৌধুরী, ডাঃ বিতান সেনগুপ্ত, ঞ্জজঞ্জ, শ্রী সম্ভু মানিক, সভাপতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা স্থায়ী কমিটি, ডাঃ জ্যোতিময় দাস, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

এদিন দক্ষিণ ত্রিপুরায় সদ্য যোগ দেওয়া ২৩ জন জিডিএমও চিকিৎসককে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন স্বাস্থ্য প্রশাসনের ঊর্ধতন আধিকারিকরা।

বক্তারা বলেননতুন চিকিৎসকদের দায়িত্ব আরও বেশি। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত উপস্থিতি, রোগীর প্রতি মানবিক আচরণ ও সময়মতো সেবা প্রদানেই জেলা স্বাস্থ্যব্যবস্থার মান উন্নত হবে।

অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত ঞ্চঞ্চক্ক—তে অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা আলোচনা করেন রোগী---কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কার্যকর ব্যবস্থাপনা, দ্রুত রোগ নির্ণয়, জরুরি চিকিৎসা ও নৈতিক দায়িত্ব, প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক চিকিৎসার গুরুত্ব।

দিপক দত্ত বলেন, "ছঙ্ঙ্ঙ্ছ ক্যাম্পেইন শিশু মৃত্যুহার কমানোর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরিবার, স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজ একসঙ্গে কাজ করলেই নিউমোনিয়া রোধ করা সম্ভব।"

ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা বলেন, "এটি শুধু সরকারি প্রকল্প নয়, মানুষের জীবন বাঁচানোর সামাজিক অঙ্গীকার।"

ডাঃ শমরূপ ভট্টাচার্য্য নবীন চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিতে দক্ষ হওয়ার আহ্বান জানান।

ডাঃ নিপেন্দ্র রিয়াং বলেন, "সময়ের আগে রোগ চিহ্নিতকরণই নিউমোনিয়া প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি।''নতুন ওঙ্গঞ্চঞ্জ চিকিৎসকেরা জানান''দক্ষিণ ত্রিপুরার মানুষের পাশে থেকে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। নিয়মিত উপস্থিতি ও নৈতিকতার সঙ্গে কাজ করাই আমাদের প্রতিশ্রুতি।"

উত্তর জেলায় মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী বিকাশ যোজনায় ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: স্বনির্ভর ভারত ও আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হয়েছে উত্তর জেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তর। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাগবাসা ইচাই লালছড়া কমিউনিটি হলে শুক্রবার আয়োজিত হয় জেলাভিত্তিক বিভিন্ন উপভোক্তার মধ্যে উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি।

এই কর্মসূচিতে মোট ১২ টি উপকরণছাগল, হাঁস, মুরগি, শুকরসহ বিভিন্ন উপকরণউপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী বিকাশ যোজনার আওতায় উত্তর জেলায় মোট ৪৩৭৯ জন উপভোক্তাকে এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. লালনুংথাঙ্গা রোয়টে জানান, শুধুমাত্র উত্তর ত্রিপুরা জেলার জন্য ২০২৫—২৬ অর্থবছরে মোট ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিভিডি স্কিমের মাধ্যমেও উপভোক্তাদের কাছে এই যোজনার সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দুপুরে ইচাই লালছড়া কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। উপস্থিত ছিলেন কদমতলা—যুবরাজনগর—কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস, বিকাশ নাথ এবং জেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

আধিকারিকদের মতে, এই উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করবে এবং পশুপালন নির্ভর পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এক বছরেও ঘাতক গাড়ি শনাক্ত হয়নি অসহায় মৃত কৃষকের পরিবার, ক্ষোভ

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: ঘটনার এক বছর কেটে গেলেও ধরা পড়েনি ঘাতক গাড়ি। গবাদি পশু নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান রামদাস পাড়ার ৬৫ বছরের দরিদ্র কৃষক জীবন লাল দেববর্মা। ঘটনাস্থল আবার সিপাহিজলা পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকের অফিসের ঠিক সামনেএত গুরুত্বপূর্ণ 'ভিআইপি জোন'-এ দুর্ঘটনা ঘটলেও আজও রহস্যে ঢাকা রয়েছে অপরাধীর পরিচয়। পরিবারের অভিযোগ, এক বছরের মধ্যে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘাতক গাড়ি শনাক্ত করতে পারেনি। নিহতের স্ত্রী সুমিত্রা দেববর্মা স্বামীর ছবি বুকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি জানান, এক বছর ধরে থানার দরজায় দরজায় ঘুরেছেন, অগণিত নেতাদের কাছেও গেছেন। কিন্তু কেউ কোনো সাহায্য করেনি। তার দাবি, এত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক এলাকার সামনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলেও তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই।

ঘটনার পরদিন থেকেই তিনি বিচার চেয়ে বারবার থানায় গেছেন, কিন্তু পুলিশ এখনো পর্যন্ত ঘাতক গাড়ি বা চালককে আটক করতে পারেনি।

স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেনভিআইপি এলাকার সিসিটিভি থাকা সত্ত্বেও এক বছর ধরে কীভাবে কোনো সূত্র উদ্ধার হলো না?

পরিবারের আর্তি, দ্রুত ঘাতক গাড়িচালককে শনাক্ত করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা হোক।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে এস এন সি ইউ বিভাগে ১৫০ তম নবজাতকের জীবন রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে এস এন সি ইউ বিভাগে ১৫০ তম অসুস্থ শিশুকে স্বাস্থ্যকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সুস্থ করে তোলেন। কৈলাসহর মহকুমার চিনিবাগান গ্রামের বাসিন্দা তুরসারাই রিয়াং -এর স্ত্রী মীনাক্ষী রিয়াং গত ৪ ডিসেম্বর, এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু জন্মের পরই শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে শিশুটিকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের শিশু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. সঞ্জনা ঘোষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করার নির্দেশ দেন। গত ৭ ডিসেম্বর ২০২৫, নবজাতককে নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। ভর্তির সময় তার ওজন ছিল মাত্র ১২ কেজি, সঙ্গে তার নিউনেটাল জন্ডিসও দেখা দেয়, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও চিকিৎসক ডা সঞ্জনা ঘোষের নিবিড় তত্ত্বাবধানে, নার্সিং অফিসারদের পরিচর্য়া, নিয়মিত মনিটরিং, ফটোথেরাপি এবং সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে শিশুটি ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগোতে থাকে।

অবশেষে, হাসপাতালের চার দিনের বিশেষ পরিচর্য়ায় নবজাতকটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে। গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. রোহান পাল তার নিজ হাতে শিশুটিকে তার মায়ের কোলে তুলে দেন।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক ডা. সঞ্জনা ঘোষ, নার্সিং অফিসার গৌরী দেব ও সুমিতা বেগম। শিশুটিকে সুস্থ অবস্থায় কোলে নিয়ে শিশুটির মা ও পরিবার-পরিজনেরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের অভিযোগে এডিনগর থানার অভিযানে দুই যুবক গ্রেফতার

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: আইসক্রিম কেনার অজুহাতে দোকান থেকে এক মহিলার স্বর্ণের চেইন ছিনতাই করার অভিযোগে এডিনগর থানার পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটে গত ৩০ অক্টোবর, বাধারঘাট শ্রীপল্লী এলাকায়। অভিযোগকারী সঞ্জয় সাহা জানান, ওইদিন তার দোকানে তার মা একা ছিলেন। সেই সময় এক যুবক এসে আইসক্রিম দিতে বলে। পরে তার মা আইসক্রিম দেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলে ওই যুবক আচমকাই তার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই করে চম্পট দেয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এডিনগর থানার পুলিশ ইচাইবাজার এলাকা থেকে দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার তাদের আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানান এডিনগর থানার ওসি সুশান্ত দেব। গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম প্রশান্ত শীল ও বিশ্বনাথ দত্ত। পুলিশ জানিয়েছে, এদের জেরার মাধ্যমে আরও কোনো চুরি বা ছিনতাই চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুর্গা চৌমুহনী বাজারে আধুনিক স্লটার হাউস নির্মাণের জন্য পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: রাজধানীজুড়ে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস বিক্রির পরিবেশ গড়ে তুলতে আগরতলা পুর নিগম উদ্যোগী হয়েছে। সেই লক্ষ্যে শুক্রবার দুর্গা চৌমুহনি বাজার পরিদর্শন করেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা ৭ রামনগর বিধানসভার বিধায়ক দীপক মজুমদার। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নিগমের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বাজার কমিটির সদস্যরা।

পরিদর্শন শেষে মেয়র জানান, শহরের বিভিন্ন খোলা জায়গায় যেভাবে নিয়মবহির্ভূতভাবে মাংস কাটা ও বিক্রি হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর ও আইনবিরোধী। তাই রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত স্লটার হাউস নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর নিগম। মাংস ব্যবসায়ীরা সেসব স্লটার হাউসে গিয়ে মাংস প্রস্তুত করে তাদের নির্ধারিত দোকানে বিক্রি করবেন। রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় মাংস বিক্রির বিরুদ্ধেও কড়া সতর্কবার্তা দেন মেয়র। তিনি বলেন, খোলা রাস্তায় মাংস বিক্রি করা অনিয়ম এবং এতে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ে।

সিপিএম ত্যাগ করে ৩৫ পরিবারের ১০২ ভোটারের কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ ডিসেম্বর: শ্রীনাথপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গণে আজ অনুষ্ঠিত হলো একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক যোগদান সভা। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সিপিএম ত্যাগ করে ৩৫ পরিবারের মোট ১০২ জন ভোটার কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন। এর মধ্যে প্রায় ২০জন দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে।

দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে নতুন সদস্যদের কংগ্রেসে বরণ করে নেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। দুইবারের পঞ্চায়েত সদস্য ময়ূব আলীর নেতৃত্বে এই যোগদান সম্পন্ন হয়।

যোগদানকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতে একের পর এক দুর্নীতি, উন্নয়নমূলক কাজে অবহেলা, অকারণ তালবাহানা এবং বছরে দুইবার পর্যন্ত অনাস্থা প্রস্তাবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় সিপিএমের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েছে। এসব কারণেই একযোগে বহু পরিবার কংগ্রেসের পতাকাতলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ময়ূব আলী জানান, আগামী দিনগুলোতে আরও বৃহৎ সংখ্যক ভোটার কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা কংগ্রেস সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, রনু মিয়া, সেবাদল ব্লক চেয়ারপার্সন দীপসেনা, জেলা কংগ্রেস সদস্য নোমান উদ্দিনসহ আরও অনেকেই।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতি, রাহাজানির অভিযোগ তুলে ধরেন। পাশাপাশি সিপিএমের ২৫ বছরের দুর্নীতির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি। একসময় এই এলাকা সিপিএমের দুর্গ হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে মানুষের আস্থা পুরোপুরি উঠে গেছে বলেও দাবি করেন সভাপতি।

পৌষ সংক্রান্তিতে আলপনা গ্রামে পিঠাপুলি উৎসবকে আরও জনপ্রিয় করতে প্রস্তুতি বৈঠক

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: প্রতিবছর শীতের মরসুমে, বিশেষত পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আলপনা গ্রামকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পিঠাপুলি উৎসবের আয়োজন করে রাজ্য সরকার। সেই ঐতিহ্যবাহী আয়োজনকে আরও সমৃদ্ধ করতে শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমের কক্ষে অনুষ্ঠিত হল প্রস্তুতি বৈঠক।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীলসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

মেয়র জানান, এবারের পিঠাপুলি উৎসবকে আরও জনপ্রিয় ও প্রাণবন্ত করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এই উৎসব শুধু পিঠে—পুলির স্বাদ নয়, বরং বাঙালির লোকজ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার এক অনন্য উপলক্ষ।

পিঠাপুলি উৎসবে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের পিঠা প্রস্তুত ও বিক্রির ব্যবস্থা থাকে, যা শীতের আমেজকে আনন্দঘন করে তোলে।

রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ফলে আলপনা গ্রামের পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পী-শিল্পীদেরও উৎসাহ জোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে। উৎসবটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে শীঘ্রই বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে।

তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তর মহারানী সংযোগকারী সড়কের ভগ্নদশা, ক্ষোভ জনমনে

তেলিয়ামুড়া, ১২ ডিসেম্বর: উন্নয়নের প্রতিটি মাপকাঠিতে যোগাযোগব্যবস্থা যে মূল চালিকাশক্তিএ কথা নতুন নয়। কিন্তু বাস্তব চিত্র যখন তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে হাঁটে, তখন সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, হতাশা আর প্রশ্নবাণে প্রশাসনকে সমালোচনার মুখে পড়তেই হয়। এমনই এক জ্বলন্ত উদাহরণ তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তর মহারানী সংযোগকারী সড়ক পথের ভগ্নদশা। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা কার্যত সাধারণ মানুষের 'প্রতিদিনের দুর্ভোগের পাঠশালা'।

২৯-নং কৃষ্ণপুর মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোলাবাড়ি, উত্তর—দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর, নয়নপুরপ্রধানত কৃষিনির্ভর এলাকা। এখানকার বাসিন্দাদের একমাত্র জীবিকা কৃষিকাজ, আর সেই কৃষিজ পণ্য বাজারজাত করতে গেলে প্রথম বাধা ওই ভগ্নপ্রায় রাস্তা। পথের গর্ত, বৃষ্টিতে কাদার সমুদ্রসব মিলিয়ে পণ্য বাজারে পৌঁছোতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে সময় ও বেশি লাগছে। বাড়ছে খরচ, আর কৃষকদের ক্ষোভ চরমে উঠছে।যানচালকদের অভিযোগ আরও তীব্র।

নয়নপুরের এক যান চালক জানান''নিজের বাড়ি ওই এলাকায়। কিন্তু রাস্তাটার দশা এমন যে যাত্রী নিয়ে ঢুকলে গাড়ি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তাই যেতে চাই না।''স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী থেকে অসুস্থ মানুষসকলের জন্য এই রাস্তা আজ এক দুঃস্বপ্ন। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা বা জরুরি রোগীকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আনতে হলে এই ভগ্ন রাস্তা যেন মৃত্যুফাঁদের মতো। বহু সময়ে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলেই অভিযোগ।৭০ বছরের এক প্রবীণ বাসিন্দা ক্ষোভের সুরে বলেন

"এই রাস্তায় পাঁচ মিনিট হাঁটলেই মাথা ঘুরে যায়। এত কষ্টের মধ্যে প্রতিদিন চলাফেরা করতে করতে শরীরটাই ভেঙে পড়ছে।"

কিন্তু এই সমস্যার রাজনৈতিক মাত্রা আরও বিস্তৃত। অভিযোগ উঠেছে, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বাড়ি উত্তর মহারানীপুর এলাকাতেই হলেও এই রাস্তার করুণ অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এমনকি স্থানীয় মানুষজন জানান,"রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে মন্ত্রী মহাশয় নিজেই অন্য বিধানসভা কেন্দ্রের রাস্তা ব্যবহার করে বাড়ি আসেন!"দুই বছর ধরে দাবি জানিয়েও কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ সরাসরি তাঁর দপ্তরের দিকেই আঙুল তুলছে। ভোটের সময় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি যারা দিয়েছিলেন, আজ তাদের নীরবতা মানুষ আরও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।এলাকাবাসীদের বক্তব্য স্পষ্ট''প্রশাসন যদি এখনই না শোনে, তাহলে মানুষ রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে।" কৃষক, ছাত্রছাত্রী, রোগী, যানচালকসকলেরই একটাই দাবি:''যত দ্রুত সম্ভব রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু হোক।"এখন সমস্ত নজর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দিকে।মানুষের চোখে প্রশ্ন- শীত যায় গরম আসে গরম যায় শীত আছে কিন্তু এ রাস্তার আর কোন হাল ফিরে না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই যদি জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধানে নীরব থাকেন, তবে উন্নয়নের ভাষা আসলে কার জন্য লেখা হচ্ছে?চলমান জনদুর্ভোগ কি এবার প্রশাসনের ঘুম ভাঙাবেসেটাই এখন দেখার বিষয়। না এভাবেই চলতে থাকবে বছরের পর বছর ,গতানুগতিভাবে চলবে প্রশ্ন সার্বিক এলাকার মানুষের।

ত্রিবেনী কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড-এর শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: কর্মজীবী মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে গত ১১ ডিসেম্বর ঊনকোটি জেলার কনিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (পি.এইচ.সি) তত্ত্বাবধানে সোনামুখী এলাকার ত্রিবেনী কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড-এর শ্রমিকদের জন্য এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর্মস্থলের অসুস্থতা প্রতিরোধ করাই ছিল এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। এই স্বাস্থ্য শিবিরে কনিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক বিশেষ দল পরিষেবা প্রদান করেন। এই দলে উপস্থিত ছিলেন দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সপ্তর্ষি চক্রবর্তী, ল্যাব টেকনিশিয়ান ডেলিশিয়াস দেববর্মা, কমিউনিটি হেলথ অফিসার মণিকা রিয়াং, এমপিডব্লিউ রাজীব আলী, জিডিএ লেহেন জয় রিয়াং এবং ড্রাইভার বিজয় দেববর্মা।

শিবিরে ত্রিবেনী কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড-এর ১০৯ জন শ্রমিক অংশ নেন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা, দীর্ঘমেয়াদী রোগ এবং কাজের পরিবেশজনিত ঝুঁকিগুলি পরীক্ষা করা হয়। শ্রমিকদের রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা (ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং) এবং শরীরের ওজন পরীক্ষা করা হয়। ডাঃ সপ্তর্ষি চক্রবর্তী নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের রোগ, পিঠে ব্যথা এবং দীর্ঘক্ষণ কাজ করার ফলে সৃষ্ট অবসাদ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন। কমিউনিটি হেলথ অফিসার মণিকা রিয়াং ও এমপিডব্লিউ রাজীব আলী কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সুষম খাদ্যের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণ এবং পরিষেবা গ্রহণে সহায়তা করেন।

ট্রিপারের ধাক্কায় নিহত শিক্ষক, উত্তেজনায় ফেটে পড়ল গাবর্দি বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: ট্রিপারের চাপায় এক বাইক আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্রের রূপ নিল গাবর্দি বাজার এলাকা। নিহতের নাম মনোজ দেববর্মা, যিনি ডনবস্কো স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গাবর্দি বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি ট্রিপারার চাপায় মৃত্যু হয় বাইকে থাকা মনোজ দেববর্মার। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas